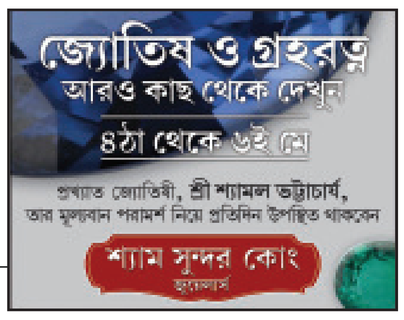

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 May, 2023 ■ আগরতলা ৮ মে, ২০২৩ ইং ■ ২৪ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মানুষের পাশে সেনা

মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর এলাকা থেকে সেনা জওয়ানরা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে জান স্থানীয় বাসিন্দাদের।

আসছেন না মধ্যস্থতাকারি জানালেন প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। মনিপুর নিয়ে ব্যস্ত এখন রাজ্য সরকার। তাই ইন্টার লোকেটর বা মধ্যস্থতাকারির বিষয়ে গা মাখা করছেন না রাজ্যে বিজেপি সরকার। বিরোধী দলও এখন মাঠে নেমে পড়েছে মনিপুর নিয়ে। এখন তারা বেশি ব্যস্ত মনিপুর পাঠরত রাজ্যের ছাত্র- ছাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে পারে তা নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা চলছে। তাই মধ্যস্থতাকারীর বিষয়টিও কিছুদিনের জন্য স্থগিত থেকে গেল। এমনটাই বলছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

উপজাতিদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলতে আগামীকাল রাজ্যে আসছেন না মধ্যস্থতাকারি। আজ আগরতলা বিমানবন্দরে তিপরা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা জানান, মধ্যস্থতাকারি মনিপুরে থাকায় রাজ্যে আসার জন্য কিছুদিন সময় চেয়েছেন। তবে আগামী ১০ এপ্রিল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। এদিন, আগরতলা বিমানবন্দরে মনিপুর থেকে আসা ৪৫ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে স্বাগত জানান প্রদ্যুৎ। এডিসির বিভিন্ন বিল সহ তাদের আর্থিক অনুদানের বিষয় সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করলেন তিপরা মথা দলের সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন।

কৈলাসহরে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে হরির লুট

মন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা তালা দেয়া গোডাউনের দরজা ভাঙল কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। মন্ত্রীর পরিদর্শনের পরেই সরকারি দপ্তর গুলোতে দীর্ঘ বাম আমলের জমানো পচা গন্ধগুলো ক্রমশই বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।আর এই দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার কিংবা সরকারি কর্মীদের মুখোশ খুলে দিতে একের পর এক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।কিছুদিন পূর্বে শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অফিসে হানা দেন মন্ত্রী বাহাদুর। সেখানে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধের পাশাপাশি স্টক রেজিস্টারের সাথে ঔষধের গরমিল হাতেনাতে ধরে ফেলেন।তারপর থেকেই দুর্নীতির আঙ্গুল উঠা শুরু হয় প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক শুভাশিস দেব চৌধুরীর দিকে।

বামফ্রন্ট আমলের কড়িৎকর্মা এই দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার বহু মানুষের গৃহপালিত পশুকে মেরে ফেলেছেন ভুল ইনজেকশন দিয়ে।একইভাবে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার নাম করে বহু সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়ে পরিষেবা প্রদানেরও অভিযোগ রয়েছে উক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে।গত শনিবার রাতের আঁধারে পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের ভিতরে অবৈধ কর্মকাণ্ড দেখে সরব হলেন এলাকাবাসী।জানা গেছে চার দিন পূর্বে রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস কৈলাসহর পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে আচমকা অভিযান চালান। কারণ এই পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ছিল মন্ত্রীর কাছে। পশু হাসপাতাল পরিদর্শন করার পর একাধিক ত্রুটি নজরে পড়ে মন্ত্রীর চোখে। বেশ কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দেখতে পেয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস স্টোর রুমটি সিল করে দিয়ে আধিকারিকদের সরেজমিনে স্টোর রুমটি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।

দপ্তরের মন্ত্রীর এ ধরনের আচমকা অভিযানে খোদ মন্ত্রীর সামনেই দুর্নীতির বিভিন্ন তথ্য সামনে চলে আসে।শনিবার রাত প্রায় ৯টার সময় দেখা যায় চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান দরজাটি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে কয়েকজন কর্মচারী কাজ করছেন।পশু হাসপাতালের চিকিৎসক শুভাশিস দেব চৌধুরী বাইরে দাঁড়িয়ে প্রহরীর ভূমিকায় রয়েছেন।আর ভেতর থেকে কাগজ পত্র জালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার কাজ চলছিল।এই বিষয়টি এলাকাবাসীদের নজরে এলে সন্দেহ জাগে। সাথে সাথে এলাকাবাসীরা কৈলাসহর থানায় খবর দিলে কৈলাসহর থানার পুলিশ হাসপাতাল চত্বরে এসে উপস্থিত হয়।

বিষয়টি বিজেপি জেলা কার্যালয়ে গিয়ে পৌঁছলে সাথে সাথে জেলা সাধারণ সম্পাদক অরুণ সাহা সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী হাসপাতাল চত্বরে এসে উপস্থিত হন।এলাকাবাসীরা জানায় তালা দিয়ে ভিতরে ঔষধ পাচারের জন্য ও স্টক খাতা মেলানোর জন্য কাজ চলছিল।মন্ত্রীর দ্বারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ মালিগাওয়ে রেলের কার্যালয়ে ধর্না প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রাজ্যে পৃথক রেল ডিভিশন স্থাপনের দাবিতে কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহার নেতৃত্বে দলের একটি প্রতিনিধিদল আজ আসাম রওনা হলেন।

আগরতলা রেল ষ্টেশনে শ্রী সিনহা জানান, আগামীকাল সকাল ১১ টায় আমরা মালিগাও-এ উত্তর পূর্ব রেলের সদর দফতরে স্মারকলিপি দেব আমরা। আলাদা রেল ডিভিশন স্থাপনের পাশাপাশি ধর্মনগর,কৈলাশহর, খোয়াই, কমলপুর,আগরতলা, সোনামুড়া বিলোনিয়া, সাবরুম ডাবল রেললাইন স্থাপনের দাবি জানানো হবে। কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলে আছেন সুশান্ত চক্রবর্তীর ,ছাত্র নেতা সম্রাট রায় , ধীমান রায় সহ অন্যরা।

রাজ্যে আরও ১০ জন করোনা আক্রান্ত, সক্রিয় রোগী বেড়ে ৫০

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ১০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে, ৭ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আর টি পিসিআরের মাধ্যমে ১৭ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৯০৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। মোট ৯২১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ১.০৯ শতাংশ। এদিকে, সুস্থ হয়েছেন ৭ জন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫০ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৪৬ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৫ শতাংশ। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে শিথিল হচ্ছে কারফিউ

ইমফল, ৭ মে : ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে মণিপুরের পরিস্থিতি। তাই জেলার বাসিন্দাদের খাদ্য ও ওষুধের মতো অত্যাবশ্যক সামগ্রী কেনার অনুমতি দিয়ে আজ রবিবার সকাল ৭:০০টা থেকে ১০:০০টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টার জন্য শিথিল করা হয়েছে কারফিউ।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং শনিবার রাতে চূড়াচাঁদপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিজ্ঞপ্তির একটি প্রতিলিপি আপলোড করে তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'চূড়াচাঁদপুর জেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এবং রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার পর আমি আনন্দিত যে নীচে শেয়ার করা বিবরণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে বিস্তর নেশা সামগ্রী উদ্ধার গ্রেফতার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। উত্তরপ্রদেশ থেকে অসমের ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ত্রিপুরায় পাচারের পথে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়িতে ধরা পড়েছে প্রায় দু কোটি টাকার নেশার কফ সিরাপ বোঝাই ছয় চাকার একটি লরি। নেশাদ্রব্য পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির চালক ও সহ-চালককে। ধৃতদের যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের কাঁথরোড সিভিল লাইনের জনৈক রাকেশ শর্মার ছেলে মায়ঙ্ক শর্মা এবং প্রয়াত হাবিব মিয়াঁর ছেলে বিশাল মিয়াঁ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের নবাগত ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, শনিবার মধ্যরাতে ইউপি ২১ বিএন ১৪০৪ নম্বরের খুচরো পণ্য সামগ্রী বোঝাই লরিটি চুড়াইবাড়ি আন্তঃরাজ্য সীমান্তে চেকগেটে আসার পর গাড়িটিতে তালাশি চালান তাঁরা। তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর তলা থেকে ৩৫৩ কার্টুনে ৩৫ হাজার ৩০০ শিশি নেশার কোডাইন ফসফেট সিরাপ উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত কফ সিরাপগুলির বাজারমূল্য দুই কোটি টাকা হবে।

তিনি জানান, রাতে তাদের বাজারিছড়া থানায় আটকে রেখে জেরা করা হয়। জেরায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ধৃতদের বিরুদ্ধে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আন্দোলন সংস্কৃতি উঠে গেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রাজ্যে আন্দোলনের সংস্কৃতি উঠে গিয়েছ। আন্দোলন ছাড়াই রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন হচ্ছে। তবে কিছু সুবিদাবদী লোক আছেন যারা সুযোগ বুঝে নিজেদের প্রচার করতে চায়। আজ আগরতলার অরুন্ধতীনগরের এমবি টিলায় রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা।

রামকৃষ্ণসেবা সমিতির ১৫তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদাতাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের উৎসাহিত করেন। সমিতির প্রার্থনা গৃহে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন রক্তদাতার রক্তদানে শুধু মুমূর্ষু মানুষেরই প্রাণ বাঁচেনা, রক্তের পৃথকীকরণের মাধ্যমে আরও তিন চারজন উপকৃত হন। তিনি বলেন, রক্তদানের ফলে রক্তদাতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফিরল মণিপুরে পড়ুয়ারা, স্বস্তিতে অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। শনিবার রাত থেকে রাজ্যে ফিরতে শুরু করেছে মণিপুরে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা। বিমানবন্দরে সন্ধ্যা থেকেই অপেক্ষারত অবস্থায় ছিলেন অভিভাবকরা। মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় মাঝরাতে এমবিবি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় মনিপুরের ইম্ফল থেকে বিশেষ বিমান। বিমানে ছিল সিংহভাগ ছাত্রছাত্রী। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হাইকোর্টের একটি রায়কে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা মনিপুর।এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা আতঙ্কে ছিল

অভিভাবকরা এবং সেখানে অবস্থানরত মানুষের পরিবার পরিজন গত দুদিন ধরে দ্বারস্থ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী এবং মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে বিশেষ বাণিজ্যিক বিমানে ব্যবস্থা করেছেন। শনিবার মধ্যরাত ১২ টা ১৫ মিনিটে বিমানটি ইম্ফল থেকে আগরতলায় আসে। মধ্যরাতে ১ টা ৪ মিনিটে ইম্ফল থেকে গৌহাটি পর্যন্ত অপর একটি বিমানের বিমানে ৩৭ জন পড়ুয়া আসে। তাদের গোহাটি বিমানবন্দর থেকে রিসিভ করে রেসিডেন্সিয়াল কমিশনার। তারা গোহাটি ত্রিপুরা ভবনে ছিল এদিন। রবিবার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটের বিমানে রাজ্যে আসে বাকি ছাত্র-ছাত্রীরা। তবে রাজ্যে ফিরে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমত জানতে চাইলে তারা জানায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত সিদ্ধান্তের কারণে তারা মনে করছে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। কারণ মনিপুরে দিন দিন পরিস্থিতি খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে।

চারদিক থেকে শুধু গুলি আর বোমার আওয়াজ।আগুনের যেন জ্বলে উঠছে শহর থেকে শুরু করে গ্রাম পাহাড় সর্বত্র। হোস্টেলে বাইরে নিরাপত্তা কর্মী বেষ্টিত থাকলেও নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব বোধ করেছে বলে জানায় তারা। এর মধ্যে ছিল কারোর কোলে ছিল ৬ মাসে শিশুর। ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিজের জীবনকে বাজি রাখতে পারলেও স্কুলের শিশুটির জীবন যেন আর বাজি রাখতে পারছিল না। কখন ফিরবে বাড়িতে, একটাই লক্ষ্য ছিল। এদিকে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিল পরিবারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নব রবি কিরণে উদ্ভাসিত হোক পঁচিশে বৈশাখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। আজি এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রানের পর/ কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান /না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।,,,,,,,, কবির এই আহবানে সাড়া দিয়ে ঘুম ভাঙবে বাঙালির। বৈশাখের সকালে আবাল বৃদ্ধ বণিতা ঘর থেকে বেরিয়ে রবির গানে পথ চলবে।এই সংস্কৃতি আমাদের বহু পুরনো। ডট কমের যুগে রবি ঠাকুর আমাদের সংস্কৃতিকে একই ধারায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখনো ২৫শে বৈশাখের ভোর হয় রবি ঠাকুরের গানে। বৈশাখ মাস জোরে তিনি বিচরণ করেন আমাদের হৃদয়ের অলিন্দে। ১৬২ বছর পরেও তিনি বাঙালির কাছে জীবন্ত। 'চির নতুনের দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ' কারণ বাঙালি আবেগ ও সত্তার সঙ্গে মিশে রয়েছে এই পঁচিশে বৈশাখ। তাই বৈশাখ মাস বাঙালির নবচেতনার উন্মেষের মাস। তার জন্মদিন নিছক একটি অনুষ্ঠান নয়। তাকে আঁকড়ে ধরেই বাঙালি বাঁচতে শিখেছে।

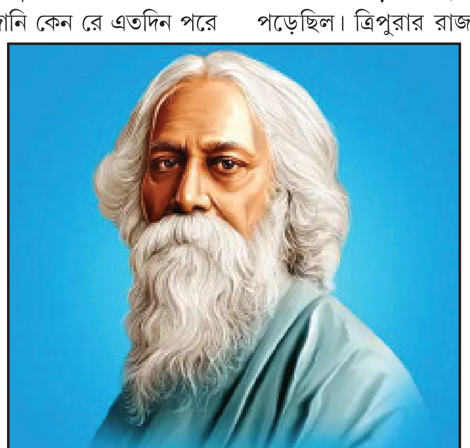

তিনি আমাদের চিত্ত ভুবনের অদ্বিতীয় চিত্রকর। আমাদের মেধা ও মননের ক্যানভাসে যিনি প্রতিনিয়ত ছবি আঁকেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। বৈশাখ মাস এলে ই মনে হয় এ যেন রবি মাস। বাঙালি জেগে ওঠে নব-আনন্দে নব রবি কিরণে। তাই এই মাস আমাদের সারা বছরের জন্য রবি ভাবনায় উজ্জীবিত রাখার অনুপ্রেরণা যোগায়, সাহস যোগায়, ভরসা যোগায়। এই ভুবনজয়ী মানুষটির সঙ্গে এ রাজ্যের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল রাজন্য আমল থেকেই।সাত বার কবির পদার্পণ ত্রিপুরার মাটিতে পড়েছিল। ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে তার আন্তরিক সখ্যতা পরামর্শ এবং পারস্পরিক মতবিনিময় এই রাজ্য কে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মার আত্মীয়। তার কাল জয়ী উপন্যাস রাজর্ষি এবং বিসর্জন শুধুমাত্র মানবতার দলিলই নয় আমাদের রাজ্যের ইতিহাস সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন আমাদের কাছে উদযাপিত হন। এই রবি মাসেও তিনি আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবেন নতুন করে নতুন ভাবনা নিয়ে। তারই আয়োজন চলছে রাজ্যজুড়ে। রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিতে বিরাজমান ভুবনেশ্বরী মন্দির আজ ও তার জন্মদিনে বাঙালি তথা বিশেষ করে ত্রিপুরাবাসীর গর্বের স্থান হয়ে উঠেছে। নর বলি কাহিনী নিয়ে তিনি যে নাটক লিখে গেছেন আজও ভুবনেশ্বরী মন্দির তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। তাই তার জন্মদিন থেকে শুরু করে সাত দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হয় এই মন্দির প্রাঙ্গণ ঘিরে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

এছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি বহু সংস্থার উদ্যোগে নয় মে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের করা হয়। প্রতিবছরের মতো এবছরও ছন্দ নীড় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করবে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। তারই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২০৩ ▫ ৮ মে ২০২৩ইং ▫ ২৪ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কাশ্মীরে বড়সড় নাশকতার ছক !

কাশ্মীরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। জি টুয়েন্টি সম্মেলন কে সামনে রাখিয়া সন্ত্রাসীরা কাশ্মীরের পরিস্থিতিতে উত্যক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা চালাইতেছে। তাহাদের মূল লক্ষ্য হইল জি টুয়েন্টি সম্মেলন বানচাল করিয়ে দেওয়া। এই ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত করিবার মধ্য দিয়ে তাহারা নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা চাহিতেছে গোটা বিশ্বের কাছে বার্তা পৌঁছাইয়া দিতে। কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া সন্ত্রাস চালাইবার জন্য সন্ত্রাসীরা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র গোলা বারুদ মজুদ করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়া তাহারা তাহাদের প্রয়াস সফল করিতে পারিতেছে না। বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটিলেও কাশ্মীরকে সন্ত্রাসবাদীরা করায়ত্ব পারিতেছে না। ভারতীয় সেনা জওয়ান এবং দেশের প্রতিটি নাগরিক দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার জন্য প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে দেশের সেনাবাহিনী এবং দেশপ্রেমিক জনগণ তাহা বারবার প্রমাণিত করিয়াছেন। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করিবার জন্য দেশের সেনাবাহিনী এবং দেশপ্রেমিক জনগণ প্রস্তুত রহিয়াছেন।

জি ২০ সম্মেলনের আগেই সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত কাশ্মীর। এর মধ্যে বড়সড় নাশকতা এড়াইল পুলওয়ামা। জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার দায়ে গ্রেপ্তার এক যুবক। উদ্ধার হইয়াছে বিপুল পরিমাণ আইইডিও। তল্লাশি চালাইয়া ৫-৬ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হইয়াছে। মনে করা হইতেছে, পুলওয়ামায় বড়সড় নাশকতার ছক কষিয়াছিল জঙ্গিরা। পুলিশের তৎপরতায় সেই ছক ভেস্তে গেল। জেহাদিদের সহযোগীকে গ্রেপ্তারির পাশাপাশি বিপুল বিস্ফোরকও উদ্ধার করা গেল। আসন্ন জি-২০ সম্মেলনকে কেন্দ্র করিয়া জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। এহেন পরিস্থিতিতে রাজোরির কেশরি হিল এলাকায় জঙ্গিদমন অভিযান চালায় সেনা। সেই সময়েই জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘটনাস্থলেই শহিদ হন দুই জওয়ান। হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও তিন সৈনিকের। এহেন পরিস্থিতিতে পালটা বারামুলার একটি জঙ্গিডেরায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। সংঘর্ষে নিহত হইয়াছে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তইবার এক সদস্য। ভারতীয় সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের যোগ্য জবাব দেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত রহিয়াছে। ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম বর্ণ নিয়ে বিভেদ থাকলেও দেশের ঐক্য ও স্বাধীনতা নিয়ে তারা কোন ধরনের সমঝোতা করিতে নারাজ। প্রকৃতপক্ষে ইহাই স্বাধীন সার্বভৌম ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের এবং দেশের জনগণের ঐতিহ্য ও গৌরব।

কুলিক পক্ষীনিবাসে চিড়িয়াখানা তৈরির ভাবনা বনদফতরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার

রায়গঞ্জ,৭ মে (হি. স.) রবিবার কুলিক পক্ষীনিবাস পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। কুলিক পক্ষীনিবাসে রাজ্যকে চিড়িয়াখানা তৈরির ভাবনা বনদফতরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার। এদিন ইটাহারে সিধু কানুর মূর্তির উন্মোচন ও বিধায়ক কাপের উদ্বোধন করে সেখান থেকে তিনি চলে আসেন রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসে। পরিদর্শনে এসে পক্ষীনিবাসের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এদিন বনমন্ত্রী বলেন, 'কুলিক পরিদর্শনে আসার কথা ছিল না। ইটাহারে একটি অন্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসে এখানে আসলাম। অনেক কিছুই দেখলাম। সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা হবে পক্ষীনিবাসকে, কারন প্রতিদিন এখানে প্রচুর পর্যটক আসেন। তাদের যদি নতুন কিছু দিতে না পারি তবে পর্যটক আসবে কেন? আরও সাজিয়ে তোলা হলে জঙ্গলও বাঁচবে এবং পর্যটকও আসবে'। মন্ত্রী আরও বলেন, 'এখানে চিড়িয়াখানা তৈরির ব্যাপারে দফতরের সঙ্গে কথা বলব। এই বিষয়ে রাজ্য কিছু ভেবেছে কিনা তাও জানতে হবে। এখন বনদফতরের অনেক কাজ বেড়েছে। আমরা অনেক চিড়িয়াখানা ইতিমধ্যেই গড়ে তুলেছি। আমার সব থেকে ভালো লাগে বনকর্মীরা পুলিশের থেকে বেশি কাজ করেন। তারা ২৪ ঘন্টা ডিউটি করেন। রাতে যদি কোথাও হাতি বের হয় তাহলে তারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে যায়। আশাকরি আগামী দিনে এই এলাকা সাজিয়ে তুলতে পারব'। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে জেলা পরিষদের সদস্য স্বপন মুর্মু ছাড়াও অন্যান্যরা ছিলেন।

বালিতে থানা থেকে পালিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল চোর, ডুবুরি নামিয়ে উদ্ধার

হাওড়া, ৭ মে (হি. স.) : পুলিশের চোখ এড়িয়ে থানা থেকে পালিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল চোর। রবিবার হাওড়ার বালি থানার এই ঘটনায় শোরগোল শুরু হয়। যদিও শেষমেশ লক্ষ্যপূরণ হয়নি চোরের। গঙ্গায় ডুবুরি নামিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। ফের নিয়ে আসা হয়েছে থানায়। এই ঘটনায় বালি থানার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। রবিবার বালি থানার পুলিশের অসতর্কতায় ঘটে গেল অঘটন। থানা থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল চোর সোজা ঝাঁপ মারল গঙ্গায়। পিছন পিছন পুলিশ তাড়া করে গেলেও গঙ্গার ধারে গিয়ে থমকে যায়। কারণ, ততক্ষণে চোর সাঁতরে মাঝগঙ্গায়। তার পিছনে কে ধাওয়া করবে? সাঁতারের পটু চোর ততক্ষণে বেশ কিছুটা দূরে চলে গিয়েছে। জোয়ারের টানে সে ধীরে ধীরে বালি ব্রিজের দিকে চলে যায়। চোর ধরতে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া বিশ্বজিৎ অধিকারী জানাচ্ছেন, গঙ্গার পাশে তাঁর বাড়ি। তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। আচমকা 'চোর চোর' শুনে তিনি উঠে যান। জানতে পারেন যে চোর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে চোরের পিছু ধাওয়া করেন। নিমতলা ঘাটের কাছে নৌকা দেখে তা থামানো হয়। তারপর চোরকে তাতে তুলে এপাড়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কী করে থানা থেকে একজন আসামি পালিয়ে গেল, সেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে বালি থানার পুলিশ।

ধূপগুড়িতে নদীতে জলের তলায় ডুবন্ত অবস্থায় উদ্ধার যুবকের দেহ, চাঞ্চল্য এলাকায়

ধূপগুড়ি, ৭ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে নদীতে জলের তলায় ডুবন্ত অবস্থায় উদ্ধার যুবকের দেহ। রবিবার দুপুরে ২ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত সাকোয়াঝড়া-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মুজমদার পাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধূপগুড়ির সোনাখালী এলাকায়। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিন গ্রামের শিশুরা নদীতে স্নান করতে নেমে এক ব্যক্তিকে জলের তলায় ডুবন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। নিমেশের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে। এরপর শয়ে শয়ে মানুষ ভিড় জমান ডুডুয়া নদীর দু ধারে। রবিবার দুপুরে ২ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত সাকোয়াঝড়া-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মুজমদার পাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। ওই ব্যক্তিকে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত যুবকের নাম জাহিদ মিনজ (৩৬)। বাড়ি সোনাখালি সংলগ্ন এলাকায়।পরিবারের দাবি, এদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হন ওই ব্যক্তি। এরপর তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিকে দুপুরে শিশুরা নদীতে স্নান করতে নেমে মৃতদেহটি দেখতে পায়। এরপর ধূপগুড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ধূপগুড়ি থানা সূত্রে খবর,কী কারণে মৃত্যু হয়েছে তা কিন্তু এখনো পর্যন্ত সঠিক ভাবে জানা যায়নি।

কাব্য-সাহিত্যে বিশ্বকবির জীবনদর্শন

সুভাষ সিংহ রায়

আজও বাঙালি মানেই রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্য, দর্শন, সংগীত, রূপময়তা, তারুণ্য, প্রেম, সৃজনশীলতার অপর নাম রবীন্দ্রনাথ। রবি ঠাকুর যিনি অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে "গুরুদেব", "কবিগুরু" ও "বিশ্বকবি" অভিধায় ভূষিত করা হয়। কিন্তু তার জীবন দর্শন তার কাব্য প্রতিভাকেও ছেড়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য- ভাবগভীরতা, গীতিধর্মিতা চিত্ররূপময়তা, অধ্যাত্মচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, বাস্তবচেতনা ও প্রগতিচেতনা। রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষাও কাব্যিক। ভারতের ধ্রুপদী ও লৌকিক সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনা ও শিল্পদর্শন তার রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। সমাজকল্যাণের উপায় হিসেবে তিনি গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামের দরিদ্রমানুষকে শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এর পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনচেতনায় ঈশ্বরের মূল হিসেবে মানব সংসারকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে; রবীন্দ্রনাথ দেববিগ্রহের পরিবর্তে কর্মী অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের পূজার কথা বলেছিলেন। সংগীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। রবি ঠাকুরের সৃজন সমুদ্রে শতদলের মতোই জেগে আছে তার জীবন দর্শন। যা আমরা উপলব্ধি করি তার সৃজনে। বিশ্ব কবির শিল্প নৈপুণ্যেও সর্বোচ্চ প্রতিভা গীতাঞ্জলি কাব্য।

আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার
চরণধুলা তলে,
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

এই দুটি চরণে খুঁজে পাওয়া যায় সর্বেশ্বরবাদী চেতনা, ঈশ্বরের ক্ষণদর্শনানুভূতি, ঈশ্বরের কাছে আত্ম-অহংকার বিসর্জন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১-৭ আগস্ট ১৯৪১; ২৫ বৈশাখ ১২৬৮-২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার এক ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিবান ব্রাহ্ম পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরদের আদি পদবি কুশারী। কুশারীরা ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর বংশজাত। দীন কুশারী মহারাজ ক্ষিতিশূরের নিকট কুশ (বর্ধমান জেলা) নামক গ্রাম পেয়ে গ্রামীণ হন ও কুশারী নামে খ্যাত হন। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ঠাকুর পরিবারের বংশপরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

'কুশারীরা হলেন ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর বংশজাত; দীন মহারাজ ক্ষিতিশূরের নিকট কুশ নামক গ্রাম (বর্ধমান জিলা) পাইয়া গ্রামীণ হন এবং কুশারী নামে খ্যাত হন। দীন কুশারীর অষ্টম কি দশম পুরুষ পরে জগন্নাথ।'

পরবর্তীকালে কুশারীরা ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গদেশের সর্বত্র- যশোরের ঘাটভোগ-দমুরহুদা থেকে ঢাকার কয়কীর্তন থেকে বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে খুলনার পিঠাভোগ। পিঠাভোগের কুশারীরাই হয়ে উঠল সবচেয়ে প্রভাবশালী ও অবস্থাপন্ন। বাল্যকালে প্রথাগত বিদ্যালয়-শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেননি; গৃহশিক্ষক রেখে বাড়িতেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তার রচনাতেই তিনি যেন তার জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার ভাষায়,

'নিজের গুণহীনতার বিষয়ে অনভিজ্ঞ এমন নির্গুণ শতকরা নিরেনব্বই জন, কিন্তু নিজের গুণ একেবারে জানে না এমন গুণী কোথায়?'

১৮৭৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার "অভিলাষ" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল তার প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৮৭৮ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ইংল্যান্ডে যান। ১৮৮৩ সালে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ১৮৯০ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের জমিদারি এস্টেটে বসবাস শুরু করেন। প্রথম জীবনে তার রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থে "মানসী" (১৮৯০)। মানসীকাব্য রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনুকরণ প্রিয়। বৈষ্ণব পদাবলির চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রভাব তার ওপর ছিল স্পষ্ট। কবি কাহিনী, বনফুল, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি, প্রভাতসংগীত, সন্ধ্যাসংগীত, কড়ি ও কোমল ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। একমাত্র মানসী কাব্যগ্রন্থে এসে কবি রচনা করলেন বিশ্বমানের কবিতা।

'এ চির জীবন তাই আর কোন
কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা-
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে
ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।'

কবি খুঁজে পেলেন অসীম ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করার শিল্পশৈলি। তাই মানসী কাব্যকে প পা-বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বুদ্ধদেব বসু "রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবিশ্ব" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মগুরু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এবং মাতা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী (১৮২৬-১৮৭৫)। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল ব্রাহ্ম আদিধর্ম মতবাদের প্রবক্তা।

১৮৭৫ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ ঘটে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ দেশভ্রমণের নেশায় বছরের অধিকাংশ সময় কলকাতার বাইরে অতিবাহিত করতেন। তাই ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়েও রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছিল ভৃত্যদের অনুশাসনে। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন করে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষায় অনাগ্রহী হওয়ায় বাড়িতেই গৃহশিক্ষক রেখে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অথবা বোলপুর ও পানিহাটির বাগানবাড়িতে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করতেন রবীন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ১৪ নম্বরের শিশুপুত্র ১৩ বছর ১০ মাস বয়সে মা- হারা হয়ে চাকর-বাকরদের মহলে এবং কনিষ্ঠ বৌদির যত্ন-সাহচর্যে বেড়ে ওঠার মধ্যেই তার ঘরোয়া অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। এবং এরই মাঝে তার কাব্যচর্চারও শুরু। শৈশবকালের ১৩ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যের লেখা কাব্যগ্রন্থ- বনফুল, কবি কাহিনী, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, শৈশবসংগীত ইত্যাদি তার প্রথম পর্যায়ের কাঁচা লেখা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতার বই সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, কড়ি ও কোমল ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে লেখা। ১৮৮৩ সালে প্রভাতসংগীত কাব্যটির প্রকাশ। এ কাব্যগ্রন্থের কবিতায় হচ্ছে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"। শৈশব থেকে কবি হওয়ার বাসনা সাধরে সংশোধিত হতে হতে তিনি প্রভাতসংগীতের কাছে পৌঁছে যান।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের
আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

এ কাব্যগ্রন্থের কবিতা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি তার কাব্যচর্চার সার্থক সৃষ্টি বলেই তিনি মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। কবিতাটিতে বাইরের জিনিসকে অন্তরে এবং তার রসায়নই যে এই কবিতার মূল নির্যাস তা তার চিত্তের উচ্ছ্বাস থেকেই বোঝা যায়। এ কবিতায় কবি যেন গ্রহীতা আর প্রকৃতি হচ্ছে দাতা। প্রকৃতির অকৃপণ দান কবি আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেছেন।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মানুষের শিল্প, তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সঞ্চিত থাকে। জগৎ স্রষ্টাকে চায় না, তার শিল্পকে সৃষ্টিকে চায়, এটাই চিরন্তন সত্য। মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্যটি ধ্বনিত হয়েছে তার "সোনার তরী" কবিতায়।

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি
ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

কবিতাটি রচনার সময় কবি জমিদারি দেখাশোনার কাজে কখনও শিলাইদহ, শাহাজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসরে বাস করেছেন। বাংলার পল্লী প্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার অনুভবে, রঙে, রূপে, কল্পনায়, নিত্য নতুন হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। পল্লীর নর-নারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। এই পরিচয় সূত্রেই "সোনার তরী" কাব্য। "সোনার তরী" কবিতা এই অনুভবের সৃষ্টি। কবিতাটির নামকরণ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। "সোনার তরী" সোনায় তৈরি তরী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এটি ব্যঞ্জনাগর্ভ। জীবনের সাধনায় যে স্বর্ণসম্ভার, তাই তো ফসল, সেই ফসল বহন করে যে তরী তা-ই সোনার তরী। সংসার-তরণীতে কবি তার সৃষ্টির সমস্ত সম্পদ তুলে দিলেও সংসার কবিকে গ্রহণ করলো না। মহাকালরূপী নেয়ে ইতিহাসরূপ সোনার তরী নিয়ে সোনার ধান রূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে তুলে নিলেও, স্রষ্টাকে গ্রহণ করে না।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোটো সে
তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে
ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ ছেড়ে চলে আসেন বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতনে। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে একটি আশ্রম ও ১৮৯১ সালে একটি ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আশ্রমের আম্রকুঞ্জ উদ্যানে একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চালু করলেন "ব্রহ্মবিদ্যালয়" বা "ব্রহ্মচর্যাশ্র" নামে একটি পরীক্ষামূলক স্কুল। এই শান্তিনিকেতন পরবর্তিতে হয়ে ওঠে রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনের পুণ্যভূমি। এখানে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখতে পায়, তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না।'

লোকাচার, কৌলিন্য, জাতিভেদ হিন্দুসমাজের নাভিমূলে বিরাজমান। এই সত্যকে উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন তার সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস "গোরা"। উপন্যাসের নায়ক গৌরিশঙ্করের আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে হিন্দুসমাজের এই জাতিভেদ আর কৌলিন্য প্রথাকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাই উপন্যাসের নায়ক গোরার মুখেই আমরা শুনি, 'আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাত আমার জাত, সকলের অন্ন আমার অন্ন।' গোরা তার জীবন শুরু করেছিল হিন্দুত্ব দিয়ে, শেষ করলেন বিশ্ব মানবতায়। রবীন্দ্রনাথের বিশাল সৃষ্টি ভাণ্ডারে মনস্তত্বকেও তিনি স্থান দিয়েছেন। মানব মনকে রবীন্দ্রনাথ যতটা বিশ্লেষণ করেছেন এরূপ বাংলা সাহিত্যে আর কোনো সাহিত্যসত্তা করেননি। বলা হয় "চোখের বালি" বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্বিক উপন্যাস। মহেন্দ্র, বিনোদিণী, বিহারীলাল আর আশালতার সম্পর্কের সমীকরণে তিনি মানব মনের চিরায়ত মনস্তত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপ্রকৃত ও অশোধিত প্রেম যা কেবল ইন্দ্রিয়ের রসদ জোগায়; কিন্তু যাকে সমাজে স্থান দেওয়া যায় না। কবি এখানে যেমন মহেন্দ্র-বিনোদিণীর প্রেমকে স্বীকৃতি দেননি, অনুরূপ বিহারী-বিনোদিণীর বিবাহকেও বাস্তবায়ন করাননি। অর্থাৎ কবি এখানে আবেগের দোহাই দিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে যাননি। বরং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিনোদিনীকে সমাজচ্যুত করে কাশিতে নির্বাসিত করেন। "চোখের বালি" অর্থাৎ চক্ষুশূল বা চোখের পীড়া যেখানে তিনি গভীর ঈর্ষায় নিমজ্জিত প্রেমকেই বিশ্লেষণ করেছেন। কবির ভাষায়,

'যাহা যথার্থ গভীর এবং স্থায়ী তাহার মধ্যে বিনা চেষ্টায় বিনা বাধায় আপনাকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায় বলিয়া তাহার গৌরব আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা চঞ্চল ছলনামাত্র যাহার পরিতৃপ্তিতে ও লেশমাত্র সুখ নাই তাহা আমাদিগকে পশ্চাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোর দৌড় করাইয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহাকে চরম কামনার ধন মনে করি।'

রবীন্দ্রনাথ নারীকেও বিশ্লেষণ করেছেন তার "দুই বোন" উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের মতে, নারীর দুটি রূপ- কখনও সে মাতৃরূপ, আবার কখনও সে প্রেয়সী। উপন্যাসে শর্মিলা মাতৃরূপের প্রতীক আর ঊর্মিলা প্রেয়সীরূপী, যা তাদের জীবনে শশাঙ্ক নামক পুরুষের আবির্ভাবে মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্বে আবির্ভূত হয়েছে। ঋতুর সাথেও নারীকে তুলনা করে লেখক বলেছেন যে মায়ের জাত হলো বর্ষা ঋতু আর প্রিয়ার জাত হলো বসন্ত ঋতু। উপন্যাসটিতে পুরুষের পক্ষে দুই নারীকে দুভাবে ভালোবাসার ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয় আর নারীর পক্ষে সেই জটিলতার সমাধান দেখানো হয়েছে। দুই বোন উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের চোখে নারী যেমন সব সময় অনন্য মর্যাদায় উন্নীত, তেমনি তার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিশক্তিও নারীকে বিচার করেছে নিজস্ব মহিমায়; "দুই বোন" উপন্যাসটিতে তারই প্রতিফলন সুস্পষ্ট। পারিবারিক আধারেও আপন মনঃস্তত্ব জাহির করেছেন লেখক। রবি ঠাকুরের কর্মের মাঝেই আমরা তাকে বারংবার খুঁজে পাই। বলছি তার একমাত্র কাব্যধর্মী উপন্যাস "শেষের কবিতা"র কথা। এই উপন্যাসে নায়ক অমিতের চরিত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ যুবক রবীন্দ্রনাথের ছবি চিত্রিত। তবে অমিত চরিত্রের দ্বারাই রবি ঠাকুর সমালোচনা করেছেন নিজেকে এই উপন্যাসে। অমিত ও লাবণ্যের ভালোবাসা মহাসমুদ্রের স্রোতের মতো প্রবাহমান, জোয়ার-ভাটার প্রভাব যেখানে বিস্তর। স্রোতস্বিনী ভালোবাসাকে অমিত লাবণ্য সংসারের ছোট্ট ঘোটে আবদ্ধ করে রাখতে চায়নি। তাদের ভয় সংসারের জাঁতাকলে তাদের মহাসমুদ্রের মতো ভালোবাসা একদিন কুয়ায় আবদ্ধ জলের মতো নিঃতরঙ্গ হয়ে পড়বে। তাই তো তারা জুটি বেঁধেছে ভিন্ন যুগলের সাথে যেথায় ভালোবাসার চেয়ে কর্তব্যবোধই বেশি। তাই উপন্যাসের শেষ প্রান্তে এসে ঔপন্যাসিক নিজেই কাব্যের ছন্দে বলে গেছেন,

'হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু তা
তোমারই দান-
গ্রহণ করেছো যত ঋণী করেছো
আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।'

নোবেলজয়ের পরই আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ! কোন বিষাদ গ্রাস করেছিল কবিকে ?

বিশ্বদীপ দে।। 'মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার।' এভাবে মৃত্যুর মোকাবিলা করতে ক'জন পারেন, যেভাবে রবীন্দ্রনাথ পেরেছেন? ১৪ বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু দিয়ে শুরু। একে একে নতুন বউঠান, স্ত্রী মৃণালিনী, তিন সন্তান হয়ে শেষ বয়সে নাতি নীতীন্দ্রনাথ। পরপর আপনজনের মৃত্যুর আঘাত সয়ে সয়েও অবিচল থেকে বিপুল সৃজন ও কর্মকাণ্ডে ডুবে থাকা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। অথচ এই মানুষটিই একদিন চিঠিতে লিখেছিলেন, 'দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে।' ছেলে রথীন্দ্রনাথকে যখন এই চিঠি লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তখন তাঁর নোবেলপ্রাপ্তির এক বছরও হয়নি! কেন এমন কথা মনে হয়েছিল তাঁর? কীভাবেই বা সেই নৈরাশ্যকে জয় করেছিলেন তিনি? ওই চিঠিতেই রয়েছে সেই ইঙ্গিত।

ঠিক কী লিখেছিলেন তিনি? ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ৫৩ বছরের রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ; অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা।' পড়তে পড়তে অবাক লাগে। বিশ্বের মঞ্চে এত বড় সম্মান, তারপরও তাঁর মনে হয়েছে তাঁর দ্বারা 'কিছুই হয়নি'! এটা যে আসলে তীব্র বিষাদের দংশন থেকে আসছে তা বোঝাই যায়। যিনি বিপুল খ্যাতিমান, তিনিও ভুগতেই পারেন নৈরাশ্যে, বিষাদে। এমন উদাহরণ তো কম নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ, যিনি কম বয়সে ভানুসিংহের ছদ্মনামে 'মরণ' কবিতায় লিখতে পেরেছিলেন 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান', তিনি এভাবে হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো কথা লিখেছেন! এ যেন অবিশ্বাস্য।

শোকের সামনেও তিনি ছিলেন অবিচল

কিন্তু সতিই কি অবিশ্বাস্য? আমরা তাঁকে 'ঠাকুর' বানিয়েছি। ভুলে গেছি তিনিও শেষপর্যন্ত একজন রক্তমাংসের মানুষই। বারেবারে আঘাতের কষাঘাতে ক্ষয়ে গিয়েছেন। শোকের কালো ছায়ায় ঢাকা পড়েছেন। কিন্তু তারপরও গ্রহণের কবল থেকে বেরিয়ে এসেছেন পূর্ণজ্যোতি নিয়ে। যে জ্যোতি আজও বহু মানুষকে বিপদের দিনে, হতাশার মুহূর্তে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। জুগিয়ে যাবে, যতদিন সভ্যতা থাকবে ততদিন।

অথচ কাজটা কতটা কঠিন ছিল! ভাই বুধেন্দ্রনাথ যখন মারা যান, সেই সময় কবি একেবারেই শিশু। তাই চেতনায় তেমন আঁচড় কাটতে পারেনি সেই মৃত্যু। সেই হিসেবে চোদ্দো বছর বয়সে এক রাত্রে যখন বাড়ির এক পুরনো দাসীর আর্তনাদে কিশোর রবির ঘুম ভাঙল, সেই মুহূর্তেই তিনি প্রবেশ করলেন মৃত্যুর নিষ্ঠুর জগতে। প্রায়ান্ধাকার সেই কক্ষে কেউ তাঁকে কিছু না বললেও রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা হয়েছে। পরদিন সকালে জানতে পারলেন, আশঙ্কাই সঠিক। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন, পরের দিন সকালে মায়ের মৃত্যুর কথা জানার পর তাঁর কী মনে হয়েছিল- "এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘর করনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।"

কাদম্বরী দেবী

সেই শুরু। কমবয়সি ভানুসিংহ তবুও মৃত্যুকে 'শ্যামসমান'ই ভাবতে পেরেছিলেন। এরপর নতুন বউঠানের আকস্মিক প্রয়াণ। কাদম্বরী যখন ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করেন তখন তাঁর বয়স ৯। রবীন্দ্রনাথ ৭। সেই বয়স থেকেই একে অপরের সাথী হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। ১৮৮৪ সালে আত্মহত্যা করেন কাদম্বরী। অনেক পরে ১৯১২ সালে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখলেন "চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়।"

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'লিপিকা'র 'প্রথম শোক' কবিতায় ফিরে এলেন কাদম্বরী। 'আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, 'মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।'/ সে বললে, 'আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক। "কবিতাটির একেবারে শেষে রয়েছে 'আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, 'এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।'/ সে বললে, 'যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।" এইভাবেই পুরনো হতে থাকা শোককে শান্তিতে পর্যবসিত করে এগিয়ে চলার শক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেকে বুঝিয়েছেন, 'কাঁদায় কি ফল তবে, কাঁদিলে ফেরে না যদি কেহ।'

শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যুর সঙ্গে 'স্থায়ী' পরিচয়ের পর একসময় কবি হারালেন তাঁর স্ত্রী 'ছুটি'কে। সেটা ১৯০২ সাল। পরের বছর প্রথমবারের জন্য সন্তানহারা হলেন রবীন্দ্রনাথ। মৃত্যু হল কন্যা রেণুকার। ১৯০৫ সালে বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রয়াণ। ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু। ১৯১৮ সালে কন্যা মাধুরীলতা। পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনজনই চলে গেলেন তাঁকে ছেড়ে। অন্যদিকে ছোট মেয়ে মীরার 'ভুল' বিয়ে দেওয়ার আপশোসও তাঁকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। জামাই নগেনের 'দুর্দাম বর্বরতা'-য় মেয়ের দুর্দশা নিজের চোখে দেখতে পারছিলেন না কবি। ৭০ বছর বয়সে মীরার ছেলে ২১ বছরের নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুও দেখতে হল তাঁকে। এরই পাশাপাশি রয়েছে আরও অসংখ্য প্রিয়জনদের প্রস্থান। কিন্তু নুয়ে পড়তে পড়তেও উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। শোক ও অভিমানে ক্ষয়ে গিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পূর্ণ শক্তি নিয়ে। 'যক্ষপুরী' নামের নাটককে 'রক্তকরবী' করে তুলতে অন্তত দশবার লিখেছেন। এই একটি উদাহরণই বলে দেয় বারবার সংশোধন কিংবা কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে নিজের লেখাকে নিখুঁত করে তুলতে কী পরিমাণ শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে তাঁকে। শিল্পীর চির অতৃপ্ত মন নিয়ে মৃত্যুশয্যাতেও কবিতার সংশোধন করে গিয়েছেন। এই পজিটিভ মানসিকতার সঙ্গে সেদিন রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিটা নিতান্তই ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। যতগুলি মৃত্যুর বিষতিরে বিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি, তার মধ্যে অন্যতম তিরটি ছিল শমীর মৃত্যু। মাত্র ১১ বছর বয়সেই চলে গিয়েছিল শমীন্দ্রনাথ। কনিষ্ঠ সন্তানের শৈশবে যেন নিজের ছেলেবেলাকেই প্রতিফলিত হতে দেখতেন রবীন্দ্রনাথ। ছোটবেলা থেকেই রুগ্ন শমীর অকালপ্রয়াণে স্তব্ধবাক হয়ে যাওয়া কবি কিন্তু নিজেকে শেষ পর্যন্ত জীবনে ফেরাতে পেরেছিলেন। ছোট মেয়ে মীরাকে লিখেছিলেন, 'শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে।'

শেষযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু এমন মানুষও যে একটানা আঘাত সইতে সইতে জীবনের কোনও বাঁকে ক্ষণিকের জন্য আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন, তা বুঝিয়ে দেয় শেষপর্যন্ত তিনি দেবতা নন। মানুষই। কিন্তু এমন এক 'জীবনের চেয়ে বড়' মানুষ, যাঁর হৃদয়ে রয়েছে অপরিসীম শক্তি। যে বিপুল শক্তি তাঁকে ঘন বিষণ্ণতার কবল থেকে সরিয়ে আনতেও পেরেছিল। রথীন্দ্রনাথকে লেখা সেই চিঠিতেই প্রৌঢ় মানুষটি লিখেছিলেন, "কিছুদিন সুরুলের ছাতে শান্ত হয়ে বসে আবার আমার চিরন্তন স্বভাবকে ফিরে পাব সন্দেহ নেই— মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আসব কোনো সন্দেহ নেই।"

'চিঠিপত্র'র দ্বিতীয় খণ্ডেই রয়েছে এই চিঠি। ইউনানি ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে সেই সময় এক ধরনের তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'মেটিরিয়া মেডিকা' পড়ে নিজেই সেই সব উপসর্গকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। একদিকে মৃত্যুর কালো গহ্বর তাঁকে টানছে, অন্যদিকে একই সঙ্গে সদর্থক এক হৃদয় নিয়ে তিনি 'আলোকে উঠে আসব' বলে পণ করছেন। পরবর্তী সময়ে বন্ধু সি এফ অ্যান্ড্রুজকে লেখা চিঠিতেও এই ধরনের অবসাদের কথা আছে। এবং সেবারও শেষ পর্যন্ত আলোর দিকেই পাশ ফিরেছেন তিনি। বুঝতে পেরেছেন, 'মৃত্যু যাঁর ছায়া অমৃতও তাঁরই ছায়া।' এই বোধ, এই দর্শনই তাঁকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পরের বছরগুলিতে। যে যাত্রাপথ যে কোনও বিষণ্ণ, জীবন থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা মানুষের পাথেয় হতে পারে। আজও। আগামিদিনও।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিককে নিজ দেশে ফেরত

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৭।। কারাভোগ শেষে এক ভারতীয় নাগরিককে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। শনিবার দুপুরে সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে ফেরত পাঠানো হয়। ওই ভারতীয় নাগরিকের নাম নাসির শেখ (৪৫)। তিনি নদীয়া জেলার চাপড়া থানার ব্রহ্মনগর গ্রামের ছাত্তার আলির ছেলে।

জানা যায়, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের নাসির শেখ। পরে তাকে বিজিবি আটক করে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করে।

এরপর মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটটের দ্বিতীয় আদালত তাকে সশ্রম কারাদণ্ড দেন। ১৫ মাস জেল খেটে দেশে ফিরলো নাসির শেখ।

দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এসআই আবু নাইম জানান, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির দিকে অবৈধপথে মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন নাসির শেখ। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক করে। পাসপোর্ট আইনের মামলায় কোর্টে প্রেরণ করে। বিচার শেষে আদালত তাকে দু'মাসের কারাদণ্ড দেন।

সাজার মেয়াদ শেষ হলেও আইনি জটিলতার কারণে কারাভোগ করতে হয়। দীর্ঘ ১৫ মাস কারাভোগ শেষে শনিবার তাকে দর্শনা সীমান্তের জয়নগর চেকপোস্ট দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি আরও বলেন, এ সময় বিজিবির পক্ষে কমান্ডার আব্দুল জলিল ও বিএসএফের গেদে কোম্পানি কমান্ডার গোপাল চন্দ্র দে-এর নেতৃত্বে পতাকা বৈঠক শেষে ফেরত দেওয়া হয়।

ভারতীয় নাগরিক হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সময় বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এসআই আবু নাঈম, দর্শনা থানার এসআই টিপু সুলতান, দর্শনা বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার আব্দুল জলিল ও এনজিও কর্মী জাহাঙ্গীর আলম। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- গেদে ইমিগ্রেশন ইনচার্জ গোপাল চন্দ্র দে, গেদে বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার নগেন্দ্র পাল, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এসআই উত্তম কুমার, গেদে কাস্টমস ইনচার্জ অজয় নারায়ণ ও এনজিও কর্মী চিত্ত রঞ্জন।

শপিং মলে আচমকা শুটআউট, টেক্সাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত ৯

টেক্সাস, ৭ মে : টেক্সাসে ফের বন্দুকবাজের হানা। শপিং মলে আচমকা গুলিবর্ষণ করা হয়। অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। পরে পুলিশের গুলিতে নিকেশ করা হয় বন্দুকবাজকেও।

শনিবার রাতে টেক্সাসের ডালাসে একটি শপিং মলে হঠাৎ গুলির শব্দ পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, মলে সে সময় বেশ ভিড় ছিল। পুলিশও উপস্থিত ছিল। অনেকেই সপ্তাহান্তের কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলেন।

আচমকা সেই ভিড়ের মধ্যে গুলি চালাতে শুরু করেন এক যুবক। তাঁর গুলিতে ১৬ জন জখম হন বলে জানিয়েছে পুলিশ। পরে হাসপাতালে ৯ জনের মৃত্যু হয়। আরও ৭ জনের চিকিৎসা চলছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ৫ বছরের শিশুও।

টেক্সাস পুলিশ ডালাসের এই ঘটনার পর সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছে, বন্দুকবাজকে লক্ষ্য করে তারা গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। যুবক একাই ছিলেন বলে দাবি পুলিশের। প্রাথমিক তদন্তের পর তাদের ধারণা, এই হামলার নেপথ্যে অন্য কোনও মাথা জড়িয়ে নেই। যুবক একাই পরিকল্পনা করে শপিং মলে হামলা চালান। তবে তাঁর উদ্দেশ্যে কী ছিল, কেন ভিড়ের মাঝে এ ভাবে তিনি গুলি চালালেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হিন্দুস্থান সমাচারের চেয়ারম্যান পদে পুনঃ নির্বাচিত হলেন অরবিন্দ মার্দিকার

নয়াদিল্লি, ৭ মে : নাগপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবক অরবিন্দ ভালচন্দ্র মার্দিকার হিন্দুস্থান সমাচার সহকারী সমিতি লিমিটেডের সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টসে অনুষ্ঠিত শেয়ারহোল্ডারদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচিত হয়। অরবিন্দ মার্দিকার সর্বসম্মতিক্রমে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ সময় নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় সমিতির নিবন্ধকের পক্ষে অ্যাডভোকেট অজিত কুমার।

পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে রয়েছেন প্রবীন সাংবাদিক অচ্যুতানন্দ মিশ্র (লখনউ), প্রবীন সাংবাদিক পদ্মশ্রী রাম বাহাদুর রাই (নয়াদিল্লি), প্রখ্যাত সমাজসেবী রবীন্দ্র সাঙ্ঘভি (মুম্বই), দশমেশ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের প্রধান মনমোহন সিং চাওলা (গুরুগ্রাম), সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ প্রদীপ" বাবা "মধোক" (বারানসী), চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জয় নারায়ণ গুপ্ত (কলকাতা) সদস্য থাকবেন। এর পাশাপাশি স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন পদ্মশ্রী বলবীর দত্ত (রাঁচি) এবং পরেশকান্ত মাংলিক (মুম্বই)।

পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ তিন বছর। সভাপতি পদে অরবিন্দ মার্দিকারের এই নতুন মেয়াদ হবে ৮ মে ২০২৩ থেকে ৭ মে ২০২৬ পর্যন্ত। হিন্দুস্থান সংবাদ সমবায় সমিতি লিমিটেড হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত দেশের একমাত্র বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা যা হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি, গুজরাটি, মারাঠি, নেপালি, ওড়িয়া, বাংলা সহ ১২টি ভাষায় খবর সরবরাহ করে থাকে।

সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়- মহারাষ্ট্রের আকোলায় জন্মগ্রহণকারী এবং এখন নাগপুরে বসবাসকারী ৬৪ বছর বয়সী অরবিন্দ মার্দিকার, আইন ও কলা বিভাগে স্নাতক সহ একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি মাইনিং ইকুইপমেন্টস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্লোসিভসে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে আকস্মিকভাবে মুদ্রণ শিল্পে যুক্ত হন। দেশে সংস্কৃত ও ধ্বনিগত ইংরেজির কিছু বড় বই প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ মাস্টার প্রিন্টার্সের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সংগঠনটি দেশের আড়াই লাখেরও বেশি প্রিন্টারের প্রতিনিধিযুক্ত সংগঠন। অরবিন্দ মার্দিকারের নাম দেশের নির্বাচিত ১২৬ জন সিইওদের মধ্যেও রয়েছে যারা ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

এছাড়াও এই দায়িত্ব পালন-

প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, দেওরস সেবা ট্রাস্ট, করঞ্জা, জেলা-বালাঘাট (মধ্যপ্রদেশ)।

পরিচালক, ন্যাশনাল জার্নালিজম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক, মার্দিকার পারিবারিক স্মৃতি পুরস্কার। সমাজসেবার ক্ষেত্রে অসামান্য কাজ করেছেন যে অজ্ঞাত বীরদের প্রতি বছর এই স্মারক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সম্মানিক এডিটর, দ্বি-মাসিক ম্যাগাজিন প্রিন্টিং টাইমস, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮।

সম্মানিক সাধারণ সম্পাদক, ২০১৭-১৮ অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ মাস্টার প্রিন্টার্স।

সম্মানিক ট্রেজারার, ২০১৬-১৭ অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ মাস্টার প্রিন্টার্স।

দক্ষিণে বাড়বে গরম, উত্তরে বৃষ্টি, 'মোকা'র আগমনে ভোল বদল আবহাওয়ার

কলকাতা, ৭ মে (হি.স.) : ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আজ রবিবার সেই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে। সোমবার নিম্নচাপটি পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে। কোন পথে আছরে পড়বে 'মোকা' আর কেমনই বা থাকবে আবহাওয়া? আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, বাড়বে গরমের দাপট। মঙ্গলবার থেকে অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হবে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে। শহর কলকাতাতেও আপমাত্রার পারদ ৪০ ছুঁই ছুঁই। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ৪৬ থেকে ৮৮ শতাংশ।

হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় খুব হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। এদিকে ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। উত্তর-পশ্চিমের শুকনো বাতাস বেশি করে বইবে। তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলি অর্থাৎ বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে পারদ ৪০ ডিগ্রি বা তার বেশি হতে পারে। এদিকে উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

চণ্ডীপুর কনভয় কাণ্ডের তদন্তভার হাতে নিল সিআইডি

চণ্ডীপুর, ৭ মে (হি. স.) : রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় যাওয়ার সময় চণ্ডীপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তভার হাতে নিল সিআইডি। শনিবারই দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ফরেন্সিক টিম। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই রবিবার সমগ্র ঘটনার তদন্তভার থেকে হাতে নিল সিআইডি।

গত বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর কনভয় যাওয়ার সময় চণ্ডীপুর পেট্রল পাম্পের কাছে রাস্তা পারাপার করছিলেন শেখ ইসরাফিল নামে ওই যুবক। সেখানেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, শুভেন্দুর কনভয় যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তাই নিয়ে উত্তাল হয় রাজ্য রাজনীতি। সরব হন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রতিবাদে দিঘাগামী ১১৬বি জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন এলাকাবাসীরা। এরপর অবশ্য ওই কনভয়ের ড্রাইভার আনন্দকুমার পাণ্ডে আত্মসমর্পণ করেন চণ্ডীপুর থানায়। গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। দুর্ঘটনায় তদন্তের স্বার্থে চণ্ডীপুর থানার পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের চার জনকে নোটিস পাঠিয়েছে। বিরোধী দলনেতার দফতর সূত্রে দাবি, যে গাড়িটির বিরুদ্ধে ধাক্কা মারার অভিযোগ উঠেছে, সেটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি। সেই কারণেই সাধারণ গাড়ির তুলনায় সেটি বেশি ভারী। ওই গাড়ি কনভয়ের থেকে অন্তত দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

এই ঘটনায় পুলিশ সুপার অমরনাথ কে বলেন, "চণ্ডীপুরে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। কনভয়ের ধাক্কায় দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ এসেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখছি। এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না।"

তিন দিন পর শনিবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক টিম। রবিবার সেই ঘটনার তদন্তভার হাতে নিল সিআইডি।

৮ কিমির মেগা রোড শোয়ে মোদী, শেষবেলায় মরিয়া প্রচার কর্ণাটকে

লখনউ, ৭ মে : কর্ণাটকের নির্বাচনী প্রচারের শেষ ধাপে রবিবার ফের মেগা রোড শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । রবিবার সকালে বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রে দীর্ঘ ৮ কিলোমিটারের রোড শো শুরু করেছেন তিনি। রাস্তায় সারিবদ্ধ ভাবে প্রধানমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছেন বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা । যেখান দিয়েই নমোর গাড়ি এগোচ্ছে, সেখানেই তাঁকে পুষ্পবৃষ্টিতে স্বাগত জানানো হচ্ছে । আশপাশের সড়কে যানজট এড়াতে ট্রাফিক পুলিশ বহু যানবাহনের যাতায়াতের রুট বদলে দিয়েছে ।

বেঙ্গালুরুর নিউ থিপ্পাসান্দ্রা রোডে কেম্পেগৌড়া মূর্তি থেকে শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রোড শো। বেঙ্গালুরু শহরের প্রতিষ্ঠা কেম্পেগৌড়ার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন তিনি । এইচএএল সেকেন্ড ফেজ ৮০ ফুট রোড জংশন হয়ে এমজি রোড, দ্বাদশ মেইন রোড জংশন, ইন্দিরা নগর, সুব্রামানিয়াস্বামী মন্দির এবং ট্রিনিটি সার্কেল দিয়ে যাবে মোদির রোড শো।

এদিন তিনি শিবমোগা তালুকের আয়ানুরুতে সরকারি প্রি-গ্রাজুয়েশন কলেজের পাশে বিজেপির প্রচার সভায় অংশ নেবেন। শিবমোগা জেলা বিজেপি সভাপতি টিডি মেঘরাজ জানিয়েছেন, প্রায় ১০০ একর জমিতে এই সম্মেলন হবে। বৈঠকে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিবমোগা জেলার ৭টি নির্বাচনী এলাকা, দাভানাগেরে ২টি নির্বাচনী এলাকা এবং চিককামাগালুরুর একটি কেন্দ্রের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার করবেন। সভায় ১০টি কেন্দ্রের ভোটাররা অংশ নিচ্ছেন। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে ৩০ হাজার লোক-সহ প্রায় তিন লাখ লোক প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে আসবেন বলে আশা করছে বিজেপি।

প্রসঙ্গত, শনিবার প্রধানমন্ত্রী বেঙ্গালুরু দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে ২৬ কিলোমিটার পথ রোড শো করেছিলেন।

অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ৭ মে : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

সাইক্লোন মোকা মোকাবিলায় তৎপর লালবাজার, চালু হল কন্টোল রুম

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাষ অনুযায়ী ধেয়ে আসছে সাইক্লোন মোকা। মোকা কলকাতায় কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে জল্পনার মধ্যে মোকা মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই প্রস্তুত কলকাতা পুলিশ। তৎপর লালবাজারও। লালবাজারে খোলা হল আগাম কন্টোল রুম। ঝড়ের প্রভাবে শহরবাসীর কোনওরকম সমস্যা হল নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করলে যোগাযোগ করতে পারবেন বাসিন্দারা। ওই মোবাইল নম্বর চালু রবিবার সকাল সাতটা থেকে। নাম দেওয়া হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড কন্টোল রুম। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে তা খোলা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি হল, ৯৪৩২৬১০৪৫০। এছাড়া ফোন নম্বরগুলি হল, ২২১৪১৮৯০, ২২৫০৫০৩৩, ২২৫০৫০৪৪, ২২৫০৫১৪৬।

জানা গিয়েছে, সোমবার ঘূর্ণাবর্ত দক্ষিণ বঙ্গাপসাগরের উপর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তারপর তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। মোকার প্রভাবে আন্দামানে সোমবার ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবারও সেই ঝড়ের রেশ থাকবে। ওই দিন ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। তামিলনাড়ু, ওডিশা নাকি পশ্চিমবঙ্গ কোথায় আছড়ে পড়বে মোকা, তা নিয়ে এখও জল্পনা তুঙ্গে। অন্ধ্রপ্রদেশে তা আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই। মোকা আছড়ে পড়ার পথে ওডিশা থেকে মায়ানমার রয়েছে। তার মধ্যে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা। কিন্তু কোথায় তা আছড়ে পড়বে তা নিয়ে জল্পনা চলছে। দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর যে ঘূর্ণাবর্তটি তৈরি হয়েছে তা কলকাতা থেকে প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে।

মোকার জন্য মৎস্যজীবীদের ইতিমধ্যে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ৭ মে থেকে ১২ মে পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় খুব হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। এদিকে ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। উত্তর-পশ্চিমের শুকনো বাতাস বেশি করে বইবে। তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলি অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে পারদ ৪০ ডিগ্রি বা তার বেশি হতে পারে। এদিকে উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

চোখের জলে শহিদকে বিদায় জানালো বিজনবাড়ি

দার্জিলিং, ৭ মে (হি. স.) : বাড়ি ফিরল কাশ্মীরের রাজৌরি সেক্টরে জঙ্গিদমন অভিযানে শহিদ দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ির যুবক বছর ২৫-এর সিদ্ধান্ত ছেত্রীর ফিনবন্দী দেহ। শোকের আবহে ডুবে থাকা বিজনবাড়ির কিজম বস্তিতে সিদ্ধান্তের জন্য আজ শুধুই হাহাকার। এদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় সিদ্ধান্তের গ্রামে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সারিবদ্ধ হয়ে বীর শহিদকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

ছোট থেকেই ডাকাবুকো যুবককে বরাবর টানত চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতেই ২০১৯ সালে সেনার প্যারা কমান্ডো বাহিনিতে যোগ দিয়েছিলেন সিদ্ধান্ত। মাস খানেক আগে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করে ১৪ এপ্রিল নিজের কর্মস্থলে ফেরেন। সম্প্রতি কাশ্মীরের রাজৌরি সেক্টরে জঙ্গিদমন অভিযানে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন সেনা জওয়ানের একটি দল। সেই দলে ছিলেন সিদ্ধান্তও। সেখানেই জঙ্গলে পাতা আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় তাঁর। এই খবর ছড়িয়ে যাওয়ার পর থেকেই শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা বাবা সহ পরিবারের অন্যান্যরা।, ৭ মে : উত্তরপ্রদেশ থেকে অসমের ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ত্রিপুরায় পাচারের পথে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়িতে ধরা পড়েছে প্রায় দু কোটি টাকার নেশার কফ সিরাপ বোঝাই ছয় চাকার একটি লরি।

নেশাদ্রব্য পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির চালক ও সহ-চালককে। ধৃতদের যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের কাঁথরোড সিভিল লাইনের জনৈক রাকেশ শর্মার ছেলে মায়ঙ্ক শর্মা এবং প্রয়াত হাবিব মিয়াঁর ছেলে বিশাল মিয়াঁ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের নবাগত ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, শনিবার মধ্যরাতে ইউপি ২১ বিএন ১৪০৪ নম্বরের খুচরো পণ্য সামগ্রী বোঝাই লরিটি চুড়াইবাড়ি আন্তঃরাজ্য সীমান্তে চেকগেটে আসার পর গাড়িটিতে তালাশি চালান তাঁরা। তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর তলা থেকে ৩৫৩ কার্টুনে ৩৫ হাজার ৩০০ শিশি নেশার কোডাইন ফসফেট সিরাপ উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত কফ সিরাপগুলির বাজারমূল্য দুই কোটি টাকা হবে। তিনি জানান, রাতে তাদের বাজারিছড়া থানায় আটকে রেখে জেরা করা হয়। জেরায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলওয়ামায় ৫ কেজি আইইডি সহ সন্ত্রাসীর সহযোগী গ্রেফতার, নস্যাৎ ষড়যন্ত্র

পুলওয়ামা, ৭ মে : রবিবার নিরাপত্তা বাহিনী পুলওয়ামা থেকে সন্ত্রাসীদের এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে। নিরাপত্তা বাহিনী তার কাছ থেকে ৫ কেজির একটি আইইডিও উদ্ধার করেছে।

কাশ্মীর পুলিশ একটি টুইটে বলেছে, ধৃত ওভারগ্রাউন্ড কর্মী হলেন ইশফাক আহমেদ ওয়ানি, পুলওয়ামা জেলার আরিগামের বাসিন্দা। সেনাবাহিনীর সাথে সমন্বয় করে পুলওয়ামা পুলিশ এলাকায় তল্লাশি অভিযানের সময় তাকে গ্রেফতার করেছিল। নিরাপত্তা বাহিনী তার কাছ থেকে প্রায় ৫-৬ কেজির একটি আইইডি উদ্ধার করেছে। পুলিশ ওই শ্রমিককে আটক করে আরও তদন্ত শুরু করেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

অতিরিক্ত ঘাম আর ক্লান্তি? হাইপোনেট্রিমিয়ায় আক্রান্ত নন তো

নুন বেশি খাওয়া শরীরের জন্য ভালো নয়। বিশেষ করে, উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের চিকিতকেরা মেপে নুন খাওয়ার কথা বলেন। কারণ রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ সোডিয়াম। আর নুনেই সবচেয়ে বেশি সোডিয়াম থাকে। মাত্রাতিরিক্ত লবণ গ্রহণ যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, তেমনই শরীরে নুন বা সোডিয়াম কম থাকলেও কিন্তু সমস্যার শেষ থাকে না।

সোডিয়াম লেভেল কমে গেলে অনেক গুরুতর অসুখে ভুগতে হয়। সোডিয়াম এক ধরনের ইলেক্ট্রোলাইট, যা শরীরে জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা খুব কম হলে হাইপোনেট্রিমিয়া হয়। ফলে শরীরে তরলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। কোন কোন উপসর্গ দেখে বুঝবেন আপনি হাইপোনেট্রিমিয়ায় আক্রান্ত কি না? রক্তে সোডিয়ামের ভারসাম্যই বা বজায় রাখবেন কী ভাবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

হাইপোনেট্রিমিয়ার লক্ষণ

শরীরে সোডিয়ামের অভাব দেখা দিলে মাথাব্যথা, বিভ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদ, পেশির দুর্বলতা, অস্থিরতা, বিরক্তি, মাথা ব্যথা, এনার্জি না থাকা, বমি বমি ভাব এবং বমি, কোমা, অলসতা, খিঁচুনি, এই সব উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

হাইপোনেট্রিমিয়ার কারণে মস্তিষ্কের সমস্যা

৪৮ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা কম থাকলে মস্তিষ্কে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেখান থেকে জ্ঞান হারিয়ে কোমায় চলে যেতে পারেন এবং মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে। মহিলাদের মেনোপজ বা ঋতুবন্ধের সময়কালে মনে রাখতে না পারার মতো মস্তিষ্কের বিভিন্ন সমস্যার কারণই হল এই হাইপোনেট্রিমিয়া।

সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান

চিজ, দুগ্ধজাত খাবার, সামুদ্রিক খাবার, বিট, গাজর এবং সেলেরির মতো সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খান। এতে রক্তে সোডিয়ামের ভারসাম্য বজায় থাকবে। নুনের মাত্রা ঠিক রাখা নুন হল সোডিয়ামের মূল উৎস। তবে অত্যধিক নুন খাওয়া আবার স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। তাই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নুন খাবেন না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রাপ্তবয়স্ক এক জন ব্যক্তির দৈনন্দিন লবণ গ্রহণের পরিমাণ ৫ গ্রামের কম হওয়া উচিত। নুনের মাত্রা সঠিক রাখতে প্রয়োজনে ডাক্তারের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারেন। বিশেষ করে যাদের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগে আক্রান্ত তারা অবশ্যই এ ব্যাপারে চিকিতকের পরামর্শ নিন।

জল পান করা খেলাধূলা বা শরীরচর্চা করার সময় প্রচুর ঘাম হলে আপনি হাইপোনেট্রিমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন। তাই এই সময়ে বার বার জল বা ইলেকট্রলাইট জাতীয় পানীয় খান। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখতে জলের ভূমিকা অপরিসীম।

গরমে আপনার ঠোঁট ফাটছে তাহলে যেটা ব্যবহার করবেন

শীতের পাশাপাশি অনেকের গরমেও ঠোঁট ফাটে। গরমে শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হয়। এতে ত্বকের মতো ঠোঁটও অত্যাধিক শুষ্ক হয়ে পড়ে। ফেটে যাওয়া ঠোঁট অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লিপস্টিক লাগাতে গেলে ফাটা অংশগুলি আরও ফুটে ওঠে। এই সমস্যা এড়াতে লিপস্টিক লাগানোর আগে কিছু নিয়ম মানা জরুরি।

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঠোঁটে কোনও মাস্ক ব্যবহার করুন। সাধারণত মুখ কিংবা চুলে অনেক ধরনের মাস্ক লাগানো হয়। ঠোঁটের জন্যও এটা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ঘরে তৈরি কোনও মাস্ক লাগান।

ঠোঁটের বাম লাগালে চলবে না। এমন কিছু লাগাতে হবে, যা তার চেয়েও বেশি আর্দ রাখবে ঠোঁট। মধুর সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে লাগানো এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর হতে পারে। লিপস্টিক লাগিয়ে বেরোনোর আগে ভাল ভাবে কোনও স্ক্রাব ব্যবহার করুন। চিনির গুঁড়ো আর ময়দা বা বেসন সামান্য জল দিয়ে মিশিয়ে লাগাতে পারেন। তাতে ফাটা চামড়া উঠে যাবে। এতে ঠোঁট নরম হবে। স্ক্রাব করার পর ভালো করে ঠোঁট ধুয়ে শুকিয়ে নিন।

তার পর তাতে কোনও একটি লিপ বাম লাগান। সে ভাবে অন্তত ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। তার পর লিপস্টিক লাগান। ঠোঁট ফেটে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিলে কখনওই ম্যাট ফিনিশ লিপস্টিক লাগাবেন না। এ ক্ষেত্রে বেশ কোমল, আর্দ কোনও লিপস্টিক লাগান।

সারাক্ষণ হাতে-পায়ে চিনচিনে ব্যথা, চিনে নিন অস্টিওপোরোসিসের লক্ষণগুলিকে

অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের সমস্যা মোটামুটিভাবে ৩০ বছর বয়সের পর থেকে বিব্রত করতে থাকে মেয়েদের। তবে আজকাল অল্প বয়সেই থাবা বসাচ্ছে মেনোপজের মতো সমস্যা, আমাদের জীবনযাত্রাও এমন হয়ে পড়েছে যে হাড়ের স্বাস্থ্যহানি হতে আরম্ভ করছে আরও আগে থেকেই। সমীক্ষা বলছে, বিশ্বে বয়সজনিত কারণে হাড়ে যে সমস্যাগুলি বা রোগ দেখা দেয় তার মধ্যে অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি থাকে। বয়স ৩০-এর কোঠা পেরোলেই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়ার ফলে সাধারণত অস্টিওপোরেসিসের সমস্যা দেখা দেয়। ঋতুবন্ধের পর থেকে মহিলাদের মধ্যে অন্যান্য শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি অস্টিওপোরোসিসের সমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দেয়।

লক্ষণ চিনে নিন

যদি দেখেন যে আপনার ওজন ক্রমশ কমছে এবং কোনও কারণ ছাড়াই ঋতুচক্র অনিয়িমত হয়ে পড়েছে, তা হলে অতি অবশ্যই একবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। বিশেষ করে যাঁদের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, তাঁদের ক্ষেত্রে এ নিয়মটা মানা বাধ্যতামূলক।

কোমরে বা পায়ে মাঝে-মধ্যেই তীব্র ব্যথার ভাব টের পান? ছোট-খাটো চোট-আঘাতেও হাড় ভেঙে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়? ক্রমশ বদলাচ্ছে পশ্চার? অতিরিক্ত ট্রেনিং করছেন জিমে? বা একেবারে কোনও ব্যায়ামের সঙ্গেই আপনার কোনও সম্পর্ক নেই? তা হলে আজই সাবধান হয়ে যান। মনে রাখবেন, হাড়ের স্বাস্থ্য যত ভাল থাকবে, তত বেশিদিন আপনিও এই সমস্ত সমস্যার হাত এড়াতে পারবেন। হাড়ের যত্ন নিতে ক্যালশিয়ামের ভূমিকা অপরিহার্য। ভিটামিন ডি শরীরে ক্যালশিয়াম শোষণে সাহায্য করে। হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও অনেক ভূমিকা পালন করে ভিটামিন ডি। শরীরে ভিটামিন ডি-র ঘাটতি তৈরি হলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়ার এবং হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ভিটামিন ডি-এর সর্বোত্তম উত হল সূর্যালোক। এ ছাড়াও দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম, বিভিন্ন মরসুমি ফল, মাছের মতো ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমায়।

সুগার লেভেল ঘন ঘন ওঠানামা করছে?

ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে রক্তে শর্করার মাত্রা ওঠানামা হতেই থাকে। কখনও সুগার খুব হাই তো কখনও আবার লো। কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। নাহলে কিডনির সমস্যা, স্নায়ুর ক্ষতি, হৃদরোগ, স্ট্রোক, চোখের সমস্যার মতো নানা রকম ডায়াবেটিস জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস।

শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর জীবনধারা এবং খাদ্যের মাধ্যমেই অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে রক্তে শর্করার মাত্রা। কিন্তু অনেক সময় স্বাস্থ্যকর ডায়েট বা শরীরচর্চা ঠিক করেও রক্তে শর্করা মাত্রা কম-বেশি হতে পারে। হয়তো কারণগুলো আমাদের অজানা, তাই নিয়ন্ত্রণও করা যাচ্ছে না। কোন কোন কারণে ব্লাড সুগার ওঠানামা করতে পারে, চলুন জেনে নেওয়া যাক।

অত্যধিক তাপ

স্নানের সময় অত্যধিক গরম জল ব্যবহার করা বা চড়া রোদে দীর্ঘক্ষণ কাটানো, প্রচণ্ড গরমে রক্তনালীগুলি প্রসারিত হতে পারে। এর ফলে ইনসুলিন আরও দ্রুত শোষিত হয় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যেতে পারে।

রিফাইন্ড সুগার

শর্করা যেমন গ্লুকোজ এবং সুক্রোজ, এবং এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি না খাওয়াই ভালো। এই খাবারগুলিতে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে, যা সহজেই আমাদের শরীরে শোষিত হয়, যা রক্তে শর্করার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায়।

ঘুম না হওয়া

পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মানসিক চাপ বাড়ে। আর, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস দেখা দিলে দ্রুত ব্লাড সুগার বা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে।

ডিহাইড্রেশন

শরীরে জল কম গেলে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয়ে যায়। অর্থাতরক্তে শর্করার মাত্রা অনেক ঘন হয়ে যায়। তার ফলে বারবার বাথরুম যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এর থেকেই ডিহাইড্রেশন দেখা দিতে পারে।

ব্রেকফাস্ট না করা

প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্টের মাধ্যমে আপনার দিন শুরু করুন। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের কখনই ব্রেকফাস্ট স্কিপ করা উচিত নয়। সকালের জলখাবার না খেলে লাঞ্চ এবং ডিনারের পরে রক্তে শর্করার মাত্রা আরও বাড়তে পারে।

ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ থেকে ওজন কমানো, হাজারো গুণে ভরপুর কাঁচা আম

রক্তকণিকার কার্যকারিতা বাড়ায়, পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে।

হজমে সাহায্য করে অ্যাসিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের সমস্যা কমাতে বেশ উপযোগী কাঁচা আম। কাঁচা আমের মধ্যে রয়েছে অ্যামাইলেস নামক পাচক এনজাইম। ফলে খাবার খুব ভালো ভাবে হজম হয়।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে

শরীর সুস্থ রাখতে ডিটক্সিফিকেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাঁচা আমের মধ্যে থাকা প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শরীরের ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এ ছাড়াও, কাঁচা আম খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ এবং লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করে।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

কাঁচা আমে খুব কম ক্যালোরি থাকে। এতে ফ্যাট, কোলেস্টেরল এবং চিনিও কম থাকে। যারা ওজন কমাতে চান তারা ডায়েটে রাখতেই পারেন কাঁচা আম।

চোখ ভালো রাখে কাঁচা আমে থাকে ভিটামিন এ। চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভিটামিন এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, লুটেইন ও জিয়াজ্যান্থিন থাকে কাঁচা আমে। চোখের রেটিনা ভালো রাখতে এই দু'টি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট খুবই উপযোগী।

প্রবল গরম থেকে একটু স্বস্তি পেতে অনেকেই আম পান্না বা আম পোড়ার শরবতের দিকে ঝোঁকেন। অনেকে আবার কাঁচা আমে নুন, লঙ্কা মাখিয়ে খেতে ভালোবাসেন। এ ছাড়া, বিভিন্ন তরকারি, ডাল কিংবা চাটনিতে দিয়ে তো প্রায়ই খাওয়া হয় কাঁচা আম।

কিন্তু জানেন কি কাঁচা আম শুধু স্বাদেই ভালো নয়, খেয়াল রাখে স্বাস্থ্যেরও?

খাদ্যগুণে পাকা আমের সঙ্গেও টক্কর দিতে পারে কাঁচা আম। ভিটামিন সি, কে, এ, বি৬ এবং ফোলেট-সহ প্রচুর পুষ্টি রয়েছে কাঁচা আমে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, কাঁচা আম থেকে কী কী উপকার মিলতে পারে-

চিনির পরিমাণ কম

অন্যান্য তাজা ফলের তুলনায়, কাঁচা আমে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক চিনি থাকে না। যে কারণে এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ডায়াবেটিস রোগীরা অনায়াসেই খেতে পারেন কাঁচা আম।

হার্ট সুস্থ রাখে

কাঁচা আম ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম সমৃদ্ধ। এই দু''টি উপাদান রক্ত প্রবাহ ঠিক রাখার পাশাপাশি হার্টও সুস্থ রাখে। কাঁচা আমে থাকা ভিটামিন এবং খনিজগুলি রক্তনালী রিল্যাক্স করতে সাহায্য করে, যার ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়াও, আমে ম্যাঙ্গিফেরিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা আমাদের হার্টের জন্য খুবই উপকারী।

ইমিউনিটি বাড়ায়

ভিটামিন সি, ভিটামিন ই এবং একাধিক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে কাঁচা আমে। এই সব উপাদান শ্বেত রক্তকণিকার কার্যকারিতা বাড়ায়, পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে।

রাতে এই ৭ খাবার খেলেই অ্যাসিডিটি, গ্যাস, অম্বল অবধারিত

সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে সবার আগে স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিতে হবে। খাবারে থাকা নানা রকম পুষ্টিকর উপাদান আমাদের শরীরকে ভিতর থেকে সুস্থ রাখে। কী খাচ্ছেন সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই কখন খাচ্ছেন সেটা আরও বেশি জরুরি। দিনের যে কোনও সময়ে নিজের ইচ্ছেমতো খাবার খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

এমন কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি রাতে এড়িয়ে চলাই ভাল। জেনে নিন সেই খাবারগুলি কী কী।

ফ্যাটি ফুডস

ডিনারে উচ্চ ফ্যাটযুক্ত খাবার না খাওয়াই ভালো। কারণ এগুলি হজম হতে বেশি সময় নেয় এবং শরীরে ফ্যাট জমায়।

ভাজা খাবার

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চপ, চিপস, পকোড়া এবং ফ্রায়েড চিকেনের মতো ডিপ-ফ্রায়েড খাবারও রাতে একেবারেই খাওয়া ঠিক না। এগুলি স্বাস্থ্যের জন্যে যেমন ক্ষতিকর, পাশাপাশি অবাঞ্ছিত ওজনও বাড়ায়। এই সব খাবার খেলে অ্যাসিডিটি, অম্বল হতে পারে।

স্টার্চযুক্ত খাবার

স্টার্চি খাবার যেমন পাস্তা, ভাত এবং আলু ডিনারের জন্য একেবারেই আদর্শ নয়। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের না খাওয়াই ভালো এই ধরনের খাবার। রাতের বেলা এই সব খাবার খেলে রক্তে শর্করা এবং ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া, ওজনও বাড়ায় স্টার্চযুক্ত খাবার।

মশলা জাতীয় খাবার

অতিরিক্ত তেল-মশলাদার খাবার রাতে খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। বিশেষত যাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা এবং হার্টের রোগ আছে তাদের এড়িয়ে চলাই ভালো। রাতে মশলাদার, ভাজাভুজি খেলে অম্বল, অ্যাসিডিটি, বদহজম এবং পেটে ব্যথা হতে পারে।

উচ্চ প্রোটিন

যে সব খাবারে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে, সেগুলিও রাতে খাওয়া উচিত নয়। কারণ উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবারের কারণে অনেক সময় পেট ভার বা পেট ফাঁপা হয়ে থাকে।

কার্বোহাইড্রেট

শরীরে এনার্জির জন্য কার্বোহাইড্রেট অপরিহার্য। কিন্তু রাতের বেলায় কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার না খাওয়াই শ্রেয়। কারণ এগুলিতে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি থাকে এবং দ্রুত হারে রক্ত প্রবাহে শোষিত হয়।

মিষ্টি

রাতে মিষ্টি, চকোলেট খাবেন না। বিশেষত ছোটো বাচচাদের এই সব খাবার দেবেন না। কারণ বেশি মিষ্টি খেলে দাঁতের সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া, চকোলেটে অল্প পরিমাণে ক্যাফেইন থাকে, যার ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

কেবল মদ্যপানেই লিভারের ক্ষতি হয় না

লিভারের রোগে ভোগা মানুষের সংখ্যাটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেকে অল্প বয়সেই লিভার সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অনিয়মিত জীবনযাপন এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাস। নিজেদেরই কিছু ভুলের কারণে শরীরে বাসা বাঁধে লিভারের অসুখ।

অনেকেরই ধারণা, কেবল মদ্যপান করলেই নাকি লিভারের ক্ষতি হয়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। এ ছাড়াও আরও অনেক খাবার আছে, যেগুলি নিয়মিত খেলে ক্ষতি হতে পারে লিভারের। জেনে নিন, লিভার সুস্থ রাখতে কোন কোন খাবার এড়িয়ে চলবেন।

চিনিযুক্ত খাবার

মাত্রাতিরিক্ত হারে চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খান? তবে এখনই সাবধান হোন। অত্যধিক চিনি গ্রহণ লিভারের ক্ষতি করতে পারে। সরাসরি চিনি খাওয়া তো ক্ষতিকর বটেই। এ ছাড়াও, চিনিযুক্ত খাবার যেমন, ক্যান্ডি, কেক, পেস্ট্রি, কুকিজ, মিষ্টি এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়মিত খেলে লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মদ্যপান

মদ্যপান লিভারের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে প্রদাহ, ফাইব্রোসিস এবং লিভারের কোষগুলির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান লিভার সিরোসিস হওয়ার অন্যতম কারণ। তাই লিভার সুস্থ রাখতে মদ্যপান এড়িয়ে চলা একান্তই জরুরি।

ময়দা

জানেন কি ময়দাও লিভারের ক্ষতি করে? ময়দার তৈরি কোনও খাবারই বেশি খাওয়া ভাল নয়। কারণ ময়দা উচ্চ প্রক্রিয়াজাত। এতে খনিজ, ফাইবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি কম থাকে। ময়দার রুটি, লুচি, পরোটা, রোল, চাউমিন, পিতা, পাস্তা, বিস্কুট, পাউরুটি, এই সব যত কম খাবেন ততই শরীরের জন্য উপকারী।

ফাস্ট ফুড-ফাস্ট ফুড কে না ভালবাসে! হাতের সামনে পিতা, বার্গার, স্যান্ডউইচ, ফ্রায়েড চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিপস থাকলে লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সব খাবার সহজে হজম হয় না। নিয়মিত ফাস্ট ফুড খেলে ফ্যাটি লিভারে ভুগতে পারেন।

রেড মিট

রেড মিটও লিভারের ক্ষতি করতে পারে। এটি সহজে হজম হয় না। কারণ, রেড মিটে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং এত বেশি পরিমাণ প্রোটিন ভেঙে ফেলা লিভারের জন্য কঠিন। অতিরিক্ত প্রোটিন ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি বাড়ায়।

তেলেভাজা ও মশলাদার খাবার

ভাজাভুজি, তেল-মশলাদার খাবারেও ভরপুর ফ্যাট থাকে। নিয়মিত এ ধরনের খাবার খেলে ফ্যাটি লিভার-সহ আরও নানা ধরনের লিভারের রোগ বাসা বাঁধে শরীরে।

বেদানার রকমারি গুণাগুণ

ফলের রাজা আম হলেও চিকিতকরা কিন্তু বলেন ফলের রাজা বেদানা। খাদ্যগুণ, পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সুস্বাদু ফল। টাটকা বেদানা দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও মিষ্টি।

একাধিক গবেষণার পর চিকিতা বিজ্ঞানিরা জানিয়েছেন, শরীরকে সুস্থ রাখতে বেদানার রসের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। বেদানার ভিতরে উপস্থিত ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এইসব উপাদানগুলি থাকে বলে শরীরের জন্য এইগুলি খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

কেন প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখবেন বেদানা, সেই সম্পর্কে জেনে নিন-

১। ডায়াবেটিসের মতো রোগ দূরে থাকে-

পরিবারে কি এই মারণ রোগটির ইতিহাস রয়েছে। তাহলে আজ থেকেই বেদানা খাওয়া শুরু করুন। এতে কখনও ডায়াবেটিস আপনার শরীরে বাসা বাঁধতে পারবে না।

২। হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখে-

বেদানাতে প্রচুর পরিমাণে পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা আমাদের ধমনীর দেওয়ালগুলিকে ফ্রি- র্যাডিকাল দ্বারা ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। যার ফলে হৃদযন্ত্রে সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। এছাড়া এটি দেহকে কোলেস্টেরল অক্সিডেসনের হাত থেকে রক্ষা করে। যা দেহে করোনারি আর্টারি রোগের মূল কারণ। সুতরাং নিয়মিত বেদানা খাওয়ার অভ্যেস সকলের ক্ষেত্রে জরুরি।

৩। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে-

শুনতে আজব লাগলেও একাধিক গবেষণায় এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নিয়মিত কাঁচা বেদানা অথবা বেদানার রস খাওয়া শুরু করলে ব্লাড ভেসেলে সৃষ্টি হওয়া প্রদাহ কমতে শুরু করে। সেই সঙ্গে পুরো শরীরে রক্তের প্রবাহ এতটা বেড়ে যায় যে ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না।

৪। ভিটামিনের ঘাটতি দূর হয়-

শরীরকে সচল এবং সুস্থ রাখতে যে ভিটামিনগুলোর প্রয়োজন পরে প্রতিদিন, তার প্রায় সবকটিরই সন্ধান মেলে বেদানায়, যেমন ধরুন-ভিটামিন সি, ই, কে, সেই সঙ্গে ফলেট, পটাসিয়াম। তাই দীর্ঘ দিন যদি সুস্থভাবে বাঁচতে হয়, তাহলে এই ফলটি খাওয়া শুরু করে দিন।

৫। হার্টের ক্ষমতা বাড়ে-

প্রতিদিনের ডায়েটে বেদনা রাখলে পুরো শরীরে রক্তের প্রবাহ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে কমে যায় হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মতো মারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও। প্রসঙ্গত, বেদানার শরীরে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও নানাভাবে হার্টের খেয়াল রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গভীর রাতে স্বর্ণমন্দিরের বাইরে বিস্ফোরণ, জখম পুণ্যার্থীরা

অমৃতসর, ৭ মে (হি.স.) : শনিবার গভীর রাতে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দরবার সাহিবের কাছে। পুলিশ আধিকারিকরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তবে পুলিশের মতে এটি সন্ত্রাসবাদী হামলা নয়। কোনও বড় ধরনের বিস্ফোরণও হয়নি। তদন্তকারীদের দাবি, কাছাকাছি একটি রেস্তোরাঁয় চিমনি বিস্ফোরণ থেকে এই দুর্ঘটনা হয়েছে। এদিকে ঘটনাস্থলে থাকা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হয়। তাতে অনেকে জখম হয়েছেন। মনে করা হচ্ছে পাথর ও কাচ জাতীয় কিছু উড়ে এসে উপস্থিত মানুষের গায়ে পড়ে। তাদের চিকিৎসা চলছে।স্বর্ণমন্দিরের দরবার সাহিবে রাতে অনেক পুণ্যার্থী বিশ্রাম নেন। তাঁরা এবং বাইরে থেকে আসা পুণ্যার্থীরা জানিয়েছেন, একটি বিস্ফোরণ হয়। পাথর এসে তাঁদের গায়ে লাগে। এতে কয়েকজন মহিলা পুণ্যার্থীরাও জখম হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা, বিস্ফোরণের পর বিশাল ধোঁয়ায় উঠতে থাকে। প্রথম তাঁরা বুঝতেই পারেননি ঠিক কী হয়েছে। সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে না অন্য কোনও বিস্ফোরণ সেটাও ঠাওর করে উঠতে পারেননি অনেকেই। পরে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

উত্তরপ্রদেশের জালাউনে বাস উল্টে নিহত ৫, আহত ১৫

লখনউ, ৭ মে (হি.স.) : বিয়ে বাড়ি থেকে অতিথিদের নিয়ে ফেরার পথে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৫ জনের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ১৫ জন। শনিবার রাতে উত্তরপ্রদেশের জালাউনে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ে বাড়ি থেকে একটি বাস ৪০ জনকে নিয়ে ফিরছিল শনিবার রাতে। উত্তরপ্রদেশের জালাউন জেলার মাধৌগড় থানা এলাকার গোপালপুরার কাছে বাসটির সঙ্গে অন্য একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এরপর যাত্রীবাহী বাসটি রাস্তার পাশে উলটে যায়। সংঘর্ষের অভিঘাতে বাসের ছাউনি উড়ে যায়। দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হয় ৫ যাত্রীর। পাশাপাশি গুরুতরভাবে জখম হন ১৫ জন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে শনিবার পৃথক আরেকটি বাস দুর্ঘটনায় চার জন জখম হয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, বাসটি বিহার থেকে ৪০ জন যাত্রী নিয়ে দিল্লির দিকে যাচ্ছিল। সেই যাত্রাপথে আগ্রার খান্ডাউলি এবং এতমাদপুর সীমানা এলাকায় বাসটি আচমকা উলটে যায়।

ময়নায় বিজেপি নেতা খুনে গ্রেফতার আরও এক তৃণমূল কর্মী

তমলুক, ৭ মে (হি. স.) পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় বিজেপি বুথ সভাপতি খুনে আরেক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় মোট চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

গত সোমবার রাতে ময়নার বাকচা এলাকায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিজেপি বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইএ্যাকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এনিয়ে তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। শুরু হয় ব্যাপক রাজনৈতিক চাপানউতোর। হত্যার পিছনে তৃণমূলকে দায়ী করে প্রতিবাদে নামে বিজেপি। মোট ৩৪ জনের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়। ঘটনার আড়াই দিনের মাথায় মিলন ভৌমিক নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই ব্যক্তি তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত। শনিবার এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আরও দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। গোপন অভিযানের ভিত্তিতে বাকচার গোরাবাগান এলাকা থেকে নন্দন মণ্ডল ও সুজয় মণ্ডল ধরা পড়ে পুলিশের জালে। এফআইআরে ১৭ এবং ২৪ নম্বরে নাম ছিল এই দু'জনের। নন্দন ও সুজয়ও এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। পুলিশের অভিযোগ, তাঁরা জড়িত ছিল বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইএ্যার হত্যাকাণ্ডে। এর পর রবিবার সুব্রত মণ্ডল নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সে এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। তার নাম নেই এফআইআরে। ধৃতদের জেরা করে সুব্রতর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। তাকে রবিবারই আদালতে তোলা হবে।

পানিট্যাঙ্কিতে মাদক সহ গ্রেফতার ১

খড়িবাড়ি, ৭ মে (হি.স.) : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল এসএসবি। ওই ব্যক্তিকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃতের নাম মাধবচন্দ্র মণ্ডল (৫০)। তার বাড়ি খড়িবাড়ি থানার শ্যামধনজোত এলাকায়। রবিবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয়।

শনিবার ওই ব্যক্তি পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে নেপালের দিকে যাচ্ছিল। সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের সন্দেহ হওয়ায় ওই ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি শুরু করেন। এসএসবি তার কাছ থেকে ৩৯ গ্রাম মরফিন উদ্ধার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর এসএসবি গতকাল সন্ধ্যায় ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। খড়িবাড়ি পুলিশ এসএসবির অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে।

বাড়িতে বসেই ভোট দেবেন কর্নাটকে ৯৪ হাজার ভোটার

বেঙ্গালুরু, ৭ মে : মাঝে আর মাত্র তিন দিন। আগামী বুধবার ১০ মে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নিজেদের ভাগ্যদেবতাদের বেছে নেবেন কন্নড়বাসী। ভোটারদের মন জয়ে শেষ মুহুর্তের প্রচারে কোমর কষে ঝাঁপিয়েছে যুযুধান সব শিবিরের নেতা-নেত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে রাহুল গান্ধী-সবাই মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন কন্নড়-ভুমে। আর আগামী ১০ মে'র ভোটে ৯৪ হাজারের বেশি ভোটার বাড়িতে বসেই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন।

প্রবীণ এবং দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের জন্য 'বাড়ি থেকে ভোট' (ভোট ফ্রম হোম) নিয়ম চালু করেছে। অশক্ত শরীর নিয়ে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার ঝক্কি এড়ানোর জন্যই ওই নিয়ম চালু করা হয়েছে। শনিবারই বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানানোর জন্য নির্দিষ্ট দিন শেষ হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, রাজ্যের ৯৫ হাজারের মতো ভোটার আগামী বুধবার বাড়িতে বসেই ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তার মধ্যে ৭৫ হাজার ৬৯০ জন প্রবীণ নাগরিক। আর ১৮ হাজার ৬৩৬ জন দৃষ্টিহীন ভোটার রয়েছেন।

অন্যদিকে রাজ্যে ভোট নির্ঘন্ট ঘোষণার পর থেকে শনিবার পরন্ত ৩৬৫ কোটি ২২ লক্ষ টাকার মতো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ৯ মে সারা দেশে হনুমান চালিসা পাঠ করবে বজরং দল

লখনউ, ৭ মে : কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৯ মে সারা দেশে "হনুমান চালিসা" পাঠ ঘোষণা করেছে বজরং দল। কর্ণাটক নির্বাচনী ইশতেহারে বজরং দলকে নিষিদ্ধ করার কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি দেশের রাজনীতিকে উত্তপ্ত করেছে। বজরং দল একে দুর্ভাগ্যজনক ও বিদ্বেষপূর্ণ বলে অভিহিত করেছে। বজরং দলের জাতীয় আহ্বায়ক নীরজ দৌনেরিয়ার আহ্বানে মঙ্গলবার দেশব্যাপী সাপ্তাহিক সভা কর্মসূচিতে হনুমান চালিসা পাঠ করা হবে। দেশের সব প্রদেশের ইউনিটকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। আওধ প্রদেশের আহ্বায়ক মহেশ তিওয়ারি জানিয়েছেন যে ৯ মে সমস্ত জেলার মন্দির, মহানগর, ব্লক ও শহরের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে হনুমান চালিসা পাঠ করা হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পূর্ব উত্তর প্রদেশের এলাকা সংগঠন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং বলেন, বজরং দল একটি সুশৃঙ্খল হিন্দু যুবকদের সংগঠন। এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ইট-পাটকেল মারবে কংগ্রেস।

ইসলামপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১ কিশোর, আহত আরও ১ জন

ইসলামপুর, ৭ মে : আত্মীয়র বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। ঘটনায় আহত হয়েছে আরও এক কিশোর। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার মৌলানি এলাকায় রাজ্য সড়কের উপর।

জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরের নাম মনজর আলি (১১)। আহত হয়েছে আফসার আলি (১৬) আরও এক কিশোর। এদিন সকালে স্কুটি নিয়ে বাড়ি থেকে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে ইসলামপুর থানার আগডিমটিখুন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌলানি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এরপর স্থানীয় লোকজন তড়িঘড়ি গুরুতর জখম অবস্থায় ওই দুই কিশোরকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মনজর আলিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, আরেক কিশোর জখম অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে মুদ্রা পাচারের চেষ্টা, গ্রেফতার ৩

বনগাঁ, ৭ মে (হি. স.) : অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে মুদ্রা পাচারের চেষ্টা। রবিবার বাংলাদেশি মুদ্রা পাচারের সময় বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে হাতেনাতে ধরা পড়ল তিনযাত্রী। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২ লক্ষ ১ হাজার বাংলাদেশি মুদ্রা। সকলেই নদিয়া জেলার বাসিন্দা। তিনজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে বিএসএফ জওয়ানরা ডেকে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় এই বাংলাদেশি মুদ্রা। তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে শুল্ক দফতরের হাতে। রবিবার কর্তব্যরত বিএসএফ কর্মীরা আইসিপি পেট্রাপোলের প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে তিনজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে বিএসএফ জওয়ানরা ডেকে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময়ে তাদের কাছ থেকে অবৈধ বাংলাদেশি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২ লক্ষ ১ হাজার বাংলাদেশি মুদ্রা। জওয়ানরা যাত্রীদের কাছে মুদ্রার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। এরপরে যাত্রীদের আটক করা হয় এবং শুল্ক আইন, ১৯৬২ লঙ্ঘন করে মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

মণিপুরে আটকে পড়া উত্তরপ্রদেশের পড়ুয়াদের সাহায্য করবে যোগী সরকার

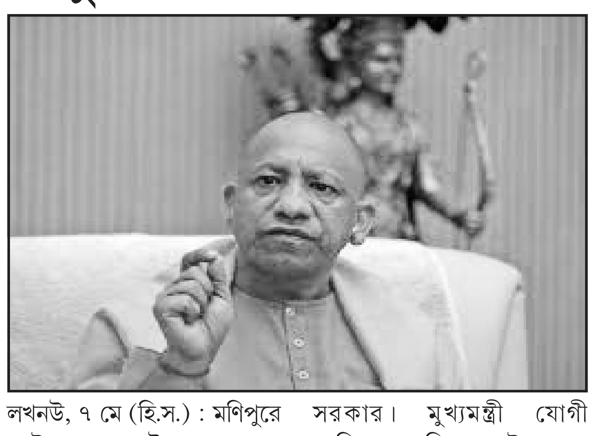

লখনউ, ৭ মে (হি.স.) : মণিপুরে আটকে পড়া উত্তরপ্রদেশের পড়ুয়াদের সাহায্য করতে পদক্ষেপ নিয়েছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মণিপুরে আটকে পড়া উত্তরপ্রদেশের পড়ুয়াদের সাহায্যের জন্য আবেদনের বিষয়টি আমলে নিয়েছেন এবং স্বরাষ্ট্র দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সেখানে আটকে থাকাদের সাহায্য করতে স্বরাষ্ট্র দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব সঞ্জয় প্রসাদ মণিপুরের মুখ্য সচিবের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্যের অনুরোধ করেছেন। এর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের ত্রাণ কমিশনারের কার্যালয়কে মণিপুর সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, মণিপুরে হিংসা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে কমপক্ষে ৮০জন শিক্ষার্থী আটকে পড়েছে।

রেলমন্ত্রী থাকাকালীন চুরির প্র্যাকটিস শুরু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৭ মে : ফের বিস্ফোরক বিজেপির সর্ব সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে বলেন, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন চুরির প্র্যাকটিস শুরু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার মুর্শিদাবাদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রবিবার সকালে এই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। সঙ্গে তাঁর দাবি, বিজেপি অন্তত চুরিটা রুখতে পেরেছে।শনিবার 'নব জোয়ার' কর্মসূচিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, তৃণমূলের যখন ৩৪টা আসন ছিল তখন বাংলার টাকা আটকানোর সাহস দেখাতে পারেনি কেন্দ্র। এক আধটা আসন কমে গেলে তৃণমূলের কোনও ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে সাধারণ মানুষের। অভিষেকের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রবিবার সকালে দিলীপবাবু বলেন, 'জানি না তখন থেকে চুরি শুরু করেছেন কিনা। আমার তো মনে হয় মমতা ব্যানার্জি যখন রেলের মন্ত্রী ছিলেন তখন থেকে চুরির প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে।

আজকে চুরিটাকে আপনারা সার্বজনীন করেছেন।

বাঙালির মাথা নিচু করে দিয়েছেন। বাঙালি জাতি চোর এটা প্রতিপন্ন করেছেন। আপনারা এই লাভ হয়েছে। এক সময় ৩৬ টা এমপি ছিল সিপিএমের, কী করতে পেরেছে? আপনারা ৩৪ টা কী করতে পেরেছেন? আমরা কমপক্ষে চুরিটা আটকাতে পেরেছি'।

মাইগ্রেনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হাওড়ার যুবক

হাওড়া, ৭ মে (হি. স.) : মাইগ্রেনের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্ম হননের পথ বেঁছে নিলেন হাওড়ার যুবক। রবিবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার ব্যাঁটরা থানা এলাকার ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস সংলগ্ন এক বসতিতে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গলায় বৈদ্যুতিন তার জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছে দৌলত আলি মোল্লা (২৯) নামের ওই যুবক। এই ঘটনায় টিকিয়াপাড়ার ইস্ট ওয়েস্ট বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

হাওড়ার ব্যাঁটরা থানা এলাকার ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস সংলগ্ন এক বসতির বাসিন্দা দৌলত আলি। বয়স ২৯ বছর। মাইগ্রেনে আক্রান্ত দৌলত।

তার জন্য হাওড়া হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা হতো। পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার অসহ্য মাথাযন্ত্রণা হতে থাকে তাঁর। আর কোনওভাবেই সহ্য করতে পারছিলেন না। আর তাতেই নিজেকে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বলে দাবি পরিবারের। ছেলের এহেন সিদ্ধান্ত থ সকলে। মাথাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ছেলে যে এমন একটা কাজ করবে, তা তো ভাবতেই পারেননি কেউ। দৌলত আলির মা রোহিমা বিবি জানিয়েছেন, ছেলে মাথা যন্ত্রণার কথা বলত। আর খুন হয়ে যাওয়ার ভয়ও ছিল। মাথা যন্ত্রণার জন্য হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওষুধও খাচ্ছিল ছেলে। আবার শনিবার দৌলতকে নিয়ে এক ওঝার কাছে গিয়েছিলেন রোহিমা বিবি। তাঁর কথায়, "ছেলে কাল সারারাত ঘুমোয়নি। ছটফট করছিল। সকালে ওর মাথায় একটু জল দিয়ে বললাম, এবার ঘুমো। ও ঘরে চলে গেল। আমিও একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপরই দেখি এই কাণ্ড। পাশে করাত ছিল। সেটা চালিয়ে নিজেই নিজেকে শেষ করেছে।" খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। তদন্ত শুরু করেছে ব্যাঁটরা থানার পুলিশ।

সোমবার মধ্যরাতেও চলবে মেট্রো

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : শহরের ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য সুখবর দিল কলকাতা মেট্রো রেল। সোমবার মধ্যরাতেও চলবে মেট্রো। আগামীকাল ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং পঞ্জাব কিংসের খেলা রয়েছে। খেলা শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে। ম্যাচ শেষে দর্শকদের যাতে বাড়ি ফিরতে অসুবিধা না হয়, সে কারণেই এই বিশেষ ব্যবস্থা।

কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, সোমবার রাত ১২টা ১৫ মিনিটে এসপ্ল্যানেড থেকে ছেড়ে মেট্রোটি দক্ষিণেশ্বর পৌঁছবে রাত ১২টা ৪৮ মিনিটে। এসপ্ল্যানেড থেকে আর একটি মেট্রো ওই একই সময়ে কবি সুভাষের উদ্দেশে রওনা হবে। সেটি কবি সুভাষে পৌঁছবে রাত ১২টা ৪৮ মিনিটে।

এসপ্ল্যানেড থেকে কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে ২টি মেট্রো সব স্টেশনেই থামবে। শুধুমাত্র এসপ্ল্যানেড স্টেশনে বুকিং কাউন্টার খোলা থাকবে। যাত্রীরা সেখান থেকে স্মার্ট কার্ড, টোকেন কিনতে পারবেন।

কলকাতায় যে দিন আইপিএলের ম্যাচ থাকছে, সে দিনই মিলছে এই পরিষেবা।

এর আগে যতগুলি ম্যাচ হয়েছে ইডেনে, তার জন্যও বিশেষ মেট্রো চালানো হয়েছিল। সোমবার অর্থাৎ ৮মে-র ম্যাচের পর আবার কলকাতায় ম্যাচ রয়েছে ১১ মে এবং ২০ মে। প্রতিদিনই রাতের ম্যাচগুলি শেষে ইডেনে খেলা দেখতে আসা ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বিশেষ মেট্রো চালাবে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ দিনগুলিতে কলকাতা মেট্রোর তরফে যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময়ে বা বইমেলার সময়ে, এমনকী যুবভারতীতে গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচের সময়েও বিশেষ মেট্রো পরিষেবা দিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।

ট্রাকের ধাক্কায় বাইক চালক নিহত, একজন আহত

শিলিগুড়ি, ৭ মে : মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে, আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে ফুলবাড়ী এক নম্বর জোনের গোরামোদ এলাকায়। নিহতের নাম শিবতন দাস। তিনি ঠাকুর নগর এলাকার বাসিন্দা। আহত ব্যক্তি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গতকাল রাতে একটি দ্রুতগামী ট্রাক দুটি বাইককে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয় এবং অপর বাইক চালক গুরুতর আহত হয়। ঘটনার পর এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এনজেপি থানার পুলিশ ট্রাকের খোঁজ শুরু করেছে।

মুমুর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে রক্তদান খুবই প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। সমাজে চক্ষুদান, দেহদান, বিদ্যাদানের মতো অনেক দান রয়েছে। কিন্তু রক্তদান সমস্ত দানের উর্ধে। কারণ রক্তের বিকল্প এখনও আবিষ্কার হয়নি। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে অল ইণ্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশনের ত্রিপুরা স্টেট ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানব শরীরে রক্তের ভূমিকা অপরিহার্য্য। মানুষের শরীরে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, অ'িজেন ইত্যাদি পরিবহণে রক্তের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রক্তের বিকল্প চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখনো আবিষ্কার হয়নি। একজন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে রক্তদান খুবই প্রয়োজন। তাই রক্তদানকে মহৎ দান হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতির সৃষ্টি হয় যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। রক্তদাতা ও রক্তগ্রহীতার মধ্যে একটা মৈত্রীর বন্ধন তৈরী হয়। একজন ব্যক্তির দান করা রক্তের মাধ্যমে ৩-৪ জন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে। রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় সরকারি ১২টি ও বেসরকারি ২টি ব্লাড ব্যাংকে রক্তের অভাব পরিলক্ষিত হয়।
রক্তের এই অভাব দূর করতে নির্বাচনের পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যব্যাপী রক্তদান শিবির করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। রাজ্য সরকারের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও রাজ্যবাসী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে। ব্যাংক অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারিগণ তাদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানবিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ 'াপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার আহ্বান জানিয়েছে। নেশার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যাংক কর্মীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।
অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে অল ইণ্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশনের ত্রিপুরা স্টেট ইউনিটের সম্পাদক সঞ্জ দত্ত বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়েই অল ইণ্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশনের ত্রিপুরা স্টেট ইউনিট প্রথমবারের মতো রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছে। আগামীদিনেও এই ধরণের কর্মসূচি বজায় থাকবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অল ইণ্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশন ত্রিপুরা স্টেট ইউনিটের সভাপতি তাপস চৌধুরী।

রাজ্যে আন্দোলন

● প্রথম পাতার পর
এবং রক্তগ্রহীতা উভয়ের মনে এক আলাদা অনুভূতির সৃষ্টি হয়। রক্তগ্রহীতা ভাবেন, রক্তদাতার রক্তে তার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। অন্যদিকে রক্তদাতাও ভাবেন, রক্তগ্রহীতার জীবন বাঁচাতে তার সামান্য হলেও ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা সবাই প্রত্যেকের জন্য। রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনকল্যাণে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আগামীদিনে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী রামক'ষ্ণ সেবা সমিতির রক্তদান কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আগামীদিনেও এই ধরণের সমাজ সেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন। রক্তদান শিবিরে বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, নিগমের কর্পোরেটরগণ, ধলেশ্বর রামক'ষ্ণ মিশনের সন্নাসী ভক্তিপ্রভানন্দ মহারাজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে রক্তদাতাদের হাতে মারক উপহারও তুলে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

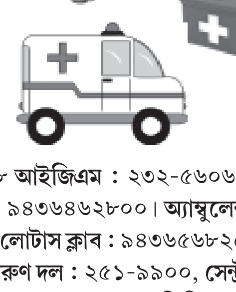

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়ায় মিলেট মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিলোনিয়া মহকুমার ওরিয়েন্টাল ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো 'ইট রাইট ইন্ডিয়া - মিলেট মেলা' । জোয়ার, বাজরা, রাগি, কাউন প্রভৃতি কয়েকটি মোটা দানাশস্যকে একত্রে মিলেট বলে। এই ফসলগুলি পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়। মিলেট জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করার উপকারিতা এবং এর সম্বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই মেলার আসল উদ্দেশ্য। ২০২৩ সালকে ঘোষণা করা হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ'। উক্ত মিলেট মেলায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ডেপুটি ফুড সেফটি কমিশনার ডা: অনুরাধা মজুমদার, বিলোনিয়ার পুর পিতা শ্রীযুক্ত নিখিল চন্দ্রগোপ, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা:সুব্রত দাস, ইনচার্জ মাইক্রোবায়োলজিস্ট অফ রিজিওনাল ফুড ল্যাবরেটরি ডা: সারায়তি রিয়াং, জেলার পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডা: মনীষ চৌধুরী, জেলার ফুড সেফটি অফিসার ডক্টর পিপাস সাহা প্রমুখ। মিলেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডেপুটি ফুড সেফটি কমিশনার এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন যে, এর মধ্যে প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন বি, ক্যালশিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম ও আরও প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। পাশাপাশি এই খাবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাওয়ার হাউস। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভীষণ উপকারী বাজরা। বাজরার রুটি খেলে আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়বে না। এর গ্লাইসেমিক সূচক ৫৪-৬৮। পাশাপাশি এর মধ্যে ডায়েটরি ফাইবার ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে যা সুগার লেভেলকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। হার্টের স্বাস্থ্যের জন্যও বিশেষ উপকারী মিলেট জাতীয় খাদ্যশস্য থেকে তৈরি খাবার। বাজরার মধ্যে এমন বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে দেয় না। এতে হৃদরোগের আশঙ্কা এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করতে পারে বাজরা। এতে দ্রবণীয় ফাইবার থাকে, এটি চর্বি জমা আটকায় এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। মিলেট জাতীয় খাবার কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, সিলিয়াক রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে, ওজন উচ্চ রক্তচাপ পেশী ক্ষয় ও মহিলাদের মাসিক যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে। মেলাতে বিভিন্ন সেল্ফ হেল্প গ্রুপ কর্তৃক মিলেট জাতীয় খাদ্যশস্য দিয়ে প্রস্তুত বিভিন্ন খাবারের স্টল ছিল। মিলেটের উপকারিতা সম্বন্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। উপস্থিত দর্শকদের জন্য কুইজ কম্পিটিশন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মিলেট দ্বারা প্রস্তুত খাবারের স্টলগুলোর জন্য সেল্ফ হেল্প গ্রুপকেও পুরস্কিত করা হয়।

পঁচিশে বৈশাখ

● প্রথম পাতার পর
প্রস্তুতি চলছে। তবে মূল অনুষ্ঠানটি হবে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের আম্র কুঞ্জে। ওই দিন সকালে প্রভাত ফেরির মধ্য দিয়ে কবি বন্দনা শুরু হয়ে যাবে। সকালেই রবীন্দ্র কাননে শিশুদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠানে মেতে উঠবেন আবাল বৃদ্ধ বণিতা। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এর আয়োজক। এছাড়া রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সম্মেলনের উদ্যোগে পূর্বাশা প্রাঙ্গনে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল সাতটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান।
সন্ধ্যায় আবার রবীন্দ্র শতবার্ষিক ভবনে হবে নাচে গানে কবিতায়, রবি ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। শুধু তাই নয় তার নামাঙ্কিত বহু ক্লাব সংস্থা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গুলো দিনভর নানা অনুষ্ঠানে মেতে উঠবে ঐদিন। গোটা রাজ্যজুড়ে রবি বন্দনায় মেতে উঠবেন, ত্রিপুরাবাসী। জেলা ব্লক মহাকুমা এমনকি পাড়ায় পাড়ায় এর আয়োজন মানেই আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছে রবি ঠাকুরকে পৌঁছে দেওয়া। রবি মাসে রবি ভাবনায় আমরা সকলে একবার স্নাত হব বৈশাখের এই খরতাপে। যত বেশি এর চর্চা হবে ততই সংস্কৃতির বিকাশ হবে। দূর হবে অপসংস্কৃতি। মিশ্র সংস্কৃতির রাজ্যে যে ঐতিহ্য তাকে আরো মজবুত করবেন রবীন্দ্রনাথ। এ বিশ্বাস এ ভরসা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের পরম্পরা।
তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের মেলবন্ধনের সেতু। নবীন প্রজন্ম কে যত বেশি রবি চেতনায় উন্মেষিত করা যাবে ততই সমাজ উপকৃত হবে। নেশার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হলে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম হাতিয়ার। তাই তাকে যত বেশি শান দেওয়া যাবে আমাদের নতুন প্রজন্ম তত বেশি উপকৃত হবে। রবি ঠাকুর আমাদের প্রাণের ঠাকুর। বাঙালির বারো মাসের ১৩ পার্বণ এর মত তিনিও আমাদের কাছে একটি পার্বণ। তাই রবি ঠাকুরের জন্মদিন আমাদের কাছে একটি উৎসব। আসুন সেই উৎসবে আমরা সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে শামিল হই।

ভাঙল কর্মীরা

● প্রথম পাতার পর
সিল করা স্টোর রুমটি খুলে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যে গরমিল গোছানোর চেষ্টা করছিল তা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে খোদ দপ্তরের মন্ত্রী স্টোর রুমটি সিল করে গিয়েছেন সেই জায়গাতে কিভাবে স্টোর রুমের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলেন।এতটা স্পর্ধা কোথা থেকে পেলেন প্রাণী চিকিৎসক শুভাশিস দেব চৌধুরী?এলাকাবাসীদের চিৎকার চেঁচামেচিতে বাধ্য হয়ে হাসপাতালের ভিতরে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীরা বের হয়ে যান।এলাকাবাসীরা দাবি করেছেন এই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসককে অবিলম্বে বরখাস্ত করার জন্য।বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক অরুণ সাহা জানান এই বিষয়টি মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নজরে নিয়ে যাওয়া হবে।ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই চাইছেন দুর্নীতিগ্রস্ত এই অফিসার যেন খুব সহসাই বরখাস্ত হয়।এই দু নম্বরই অফিসারের জন্য একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ সঠিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।তেমনি ভাবে সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে এই অফিসার।সাধারণ মানুষের দাবী শুধুমাত্র প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরেই নয় স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি দপ্তরেও অনেক দুর্নীতির ফাইল চাপা পড়ে আছে সেগুলো যেন মন্ত্রী সুধাংশু দাসের হাত ধরে উন্মোচিত হয়।

গ্রেফতার তিন

● প্রথম পাতার পর
পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।
ধর্মনগরে ছয় কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারের ১৫ ঘণ্টার মধ্যে পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডে কোমলনাথের বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ভানুপদ চক্রবর্তী উত্তর জেলার পুলিস সুপারের চেয়ারে বসতেই মাদক পাচারকারী থেকে শুরু করে মাদক ব্যবসায়ীদের ত্রাহি ত্রাহি শুরু হয়েছে। শনিবার কাকভোরে চুরাইবাড়িতে ছয় কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারের পনেরো ঘন্টার মাথায় পানিসাগর থানাধীন দক্ষিণ পদ্মবিল এলাকা থেকে ছয় প্যাকেট হেরোইন সমেত এক মাদক ব্যবসায়ীকে জালে তুলে পুলিস।
ধৃত মাদক ব্যবসায়ী দক্ষিণ পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কোমল নাথ। শনিবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ কোমলের বাড়িতে অভিযান চালালে ছয়টি সাবানের বাক্সে মোড়া ছয় প্যাকেট হেরোইন সমেত তাকে গ্রেফতার করা হয়।ছয় প্যাকেটে মোট ৮৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার মজুদ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

বেড়ে ৫০

● প্রথম পাতার পর
আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২ জন, গোমতী জেলায় ১ জন,দক্ষিণ জেলায় ২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১ জন এবং উত্তর জেলায় ৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি তিন জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

বদরপুরে পয়েন্ট থ্রি এমএম পিস্তল সহ ধৃত তিন যুবক

বদরপুর (অসম), ৭ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জের বদরপুরে ঘটেছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পিস্তল সহ তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে বদরপুর পুলিশ। ঘটনা আজ শনিবার দুপুরের।
গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এক খবর পেয়ে বদরপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে এংলাবাজার থেকে গ্রেফতার করে স্থানীয় নতুন বাজারের বাসিন্দা জনৈক মমিন উদ্দিন, মহম্মদ ইব্রাহিম, জয়নাল আহমেদকে। তাদের কাছে থেকে উদ্ধার হয় পয়েন্ট থ্রি (.৩) এমএম পিস্তল এবং দুটি সক্রিয় গুলি।
করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস খবর জানিয়ে বলেন, সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশ নাকা চেকিং গড়ে স্কুটি সহ তিন যুবককে আটক করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় পিস্তল। এর পর তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র মজুত ও পাচার সংক্রান্ত আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়। পিস্তলটি তারা নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে এনে এখানে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিল, জানান পুলিশ সুপার। আরও তথ্য জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, জানান তিনি।

কারফিউ

● প্রথম পাতার পর
অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় আংশিকভাবে শিথিল করা হবে কারফিউ।'
চূড়াচাঁদপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শরৎচন্দ্র আরজু কর্তৃক জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'বিরাজমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী শিথিল সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বিজ্ঞপ্তি জারি হবে।' তবে সিআরপিসি-র ১৪৪ ধারা যথারীতি বলবৎ থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এদিকে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ায় গতকাল শনিবার বিকাল ৩:০০টা থেকে ৫:০০টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়েছিল।

করিমগঞ্জে আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ মে (হি.স.) : অসম সরকার পরিচালিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ অধিগৃহীত সংস্থা 'আসাম সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিল'-এর সৌজন্যে ব্লক ভিত্তিক প্রতিযোগিতার পর ড্রিস্টিক লেভেল আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরিচালনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান ভিত্তিক নমুনা তৈরি ও ধারণামূলক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল রবিবার। আজ করিমগঞ্জ বিএড কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান অতিথি তথা করিমগঞ্জের অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা যমুনা। উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ বিএড কলেজের অধ্যক্ষ ড় জয়িতা ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দি বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান মন্দিরের বাহারুল ইসলাম, কাছাড় জেলা কোঅর্ডিনেটার সুবীর আধিকারি, করিমগঞ্জ জেলা কোঅর্ডিনেটার বিপ্রজিৎ দাস, কাছাড় জেলার পালংঘাটের ব্লক কোঅর্ডিনেটার হরিকেশ দে।
ড্রিস্টিক লেভেল আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরিচালনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান ভিত্তিক নমুনা তৈরি ও ধারণামূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন জেলার সাতটি ব্লকের মোট ২১ জন উত্তীর্ণ খুঁদে বৈজ্ঞানিক। উত্তীর্ণ খুঁদে বৈজ্ঞানিকদের হাতে মানপত্র সহ পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথি সহ বিচারকগণ। ড্রিস্টিক লেভেল প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছেন তাঁরা আগামী ২৫ ও ২৬ মে রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন, জানান করিমগঞ্জ জেলা কোঅর্ডিনেটার বিপ্রজিৎ দাস।

মনিপুর থেকে আগতদের জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে চালু হল বিশেষ হেল্প ডেস্ক

কলকাতা, ৭ মে (হি. স.) : মনিপুরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এই অবস্থায় মনিপুর থেকে কলকাতায় আগতদের সাহায্যার্থে কলকাতা বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে হেল্প ডেস্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
মনিপুরের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত মানুষজন নিজের রাজ্যে ফিরছেন। রবিবার মনিপুর থেকে কলকাতায় ফেরার কথা একাধিক মানুষের। যারা কলকাতায় ফিরছে, তাদের জন্য কলকাতা বিমানবন্দরের আগমনের ৩সি গেটের পাশেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে একটি হেল্প ডেস্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে এন,এস, সিবিআই ও এয়ারপোর্ট থানার কর্তব্যরত পুলিশরা আছেন। মনিপুর থেকে আগত যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দরে গাড়ির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যদি কেউ হেল্প ডেস্কে সহযোগিতা চান তাদেরকে গাড়ির ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে। সবরকম সহযোগিতা করার জন্য একাধিক পুলিশ কর্মীকে সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে।
শনিবারই মনিপুরে আটকে থাকা বঙ্গবাসীদের উদ্ধার করতে বিশেষ উদ্যোগ নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, মনিপুর রাজ্যের বর্তমান অশান্তির পরিস্থিতিতে ওই রাজ্যে আটকে পড়া করিমগঞ্জ জেলার ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য তথ্য জমা দিতে তাদের আত্মীয়দের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতে করিমগঞ্জের এডিসি ও ডিডিএমএ-র সিইও এক গণ আবেদন যোগে জানিয়েছেন, এধরনের আটকে পড়া ব্যক্তিদের তথ্য নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে অথবা পুলিশ কন্ট্রোল রুম ৮০৯৯৬৬২২৭৫ নম্বরে জানাতে হবে। পাশাপাশি, ডিইওসি, ডিডিএমএ, করিমগঞ্জ ৯১০১৮৮৯৫৭৩, ৯১০১৫৫০১২০, ৮০১১৫৭১৩৮৪ এই নম্বরগুলিতেও আটকে পড়া ব্যক্তিদের তথ্য জানানো যাবে।

অভিভাবকরা

● প্রথম পাতার পর
সদস্যরা। এ যেন এক ভিন্ন চিত্র উপলব্ধি করেছে নতুন প্রজন্ম। তারা জানান এই পরিস্থিতি সম্মুখীন তারা কখনো হয়নি। তবে গত এক বছর ধরে শুনছিল ইউক্রেনে চলছে যুদ্ধ। অনেকের জন্য কোথায় আছে বলে বোঝা না বুঝা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সারা দেশবাসী চাইছে এভাবে মেরি কমের রাজ্য ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না। পরিস্থিতি শান্ত হওয়া দরকার। সবুজ মনিপুর আবারো ফিরে পেতে চায় দেশবাসী।
রাজ্য সরকার বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করে অশান্ত মণিপুর থেকে রাজ্যের পাঠরত ছেলে- মেয়েদের ফিরিয়ে আনছে। ইতিমধ্যে দুটি বিমানে দুই শতাধিক পড়ুয়া রাজ্যে এসেছে। তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ নিজ উদ্যোগে জনজাতি কিছু ছাত্র- ছাত্রীদের রাজ্যে আনার ব্যবস্থা করলেন। রবিবার বেসরকারি বিমানের মাধ্যমে ৫০ জন ছাত্র- ছাত্রীকে রাজ্যে নিয়ে আসেন। মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে ছাত্র- ছাত্রীদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মথার চেয়ারম্যান সহ অন্যরা। উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও। তিনি মণিপুরের প্রসঙ্গে বলেন, সাধারণ মানুষের ঘর পুড়িয়ে কিছুই মিলবে না। শান্তিপূর্ণ ভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানান।

দুর্গাপুরের যুবকের নামে মুখ্যমন্ত্রীর সই জাল করা পুলিশের চাকরীর নিয়োগপত্র !

দুর্গাপুর, ৭ মে (হি. স.) শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই জাল করা কলকাতা পুলিশে চাকরির নিয়োগপত্র! দুর্গাপুরের শঙ্করপুর এলাকার গোল্ডেন পার্কের বাসিন্দা এক যুবকের নামে এসেছে ওই নিয়োগপত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই নিয়োগপত্র ভাইরাল হতেই বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়েছে দুর্গাপুর পুলিশ মহলে। প্রশ্ন, উঠেছে আবারও বড়সড় প্রতারনা চক্র সক্রিয়? ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আসানসোল - দুর্গাপুর পুলিশ।ঘটনায় ভাইরাল হওয়া নিয়োগপত্রে জানা গেছে, রাজ্যে কলকাতা পুলিশের চাকরির নিয়োগপত্র এসেছে দুর্গাপুরের শঙ্করপুর এলাকার গোল্ডেন পার্কের রিতম দেবনাথ নামে এক যুবকের। যার নং রয়েছে ঢঙ্কছজ্জ ২০৬৮৪৯ । ক্রীড়াক্ষেত্রে সংরক্ষিত মেধা তালিকায় নিয়োগ। .রাজ্য পুলিশের রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে পাঠানো। আগামী ১ জুন বজবজ থানায় সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের জন্য বলা হয়েছে। এছাড়াও প্রথমে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ও কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।
চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলেরও সই রয়েছে। আর এই নিয়োগপত্রটি ভাইরাল হতেই বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকবছর ধরে রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতিতে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তার মধ্যে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টার পদে মুখ্যমন্ত্রী ও কলকাতা পুলিশ কমিশনার সই করা নিয়োগপত্র ভাইরাল হতেই আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও নিয়োগপত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সই থাকে না। আর প্রশ্ন এখানেই, তাহলে কি চাকরীর নিয়োগের প্রতারনা চক্র আবারও সক্রিয়? মোটা টাকা দিয়ে রাজ্যের বেকাররা ফাঁদে পা দিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছে।
এদিকে সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। দুর্গাপুরের সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন,' মুখ্যমন্ত্রীর সই জাল করা নিয়োগ পত্র। এটা একটা বড়সড় প্রতারনা চক্র মনে হচ্ছে। তাই সচেতন নাগরিক হিসাবে সংবিধান বর্নিত যেসব স্তম্ভ আছে, সেখানে জানিয়েছি। তদন্ত করা হোক' তিনি আরও বলেন,' এই জামনায় রাজ্য চাকরী বিক্রি হয়েছে। চাকরী বিক্রির একটা বড় অংশ বাইরে আছে। আর একটা ছোট অংশ জেলে। বাইরে থাকা বড় অংশও জেলে যাবে। তাই সিঁদুরে মেঘ দেখাটা স্বাভাবিক।'দুর্গাপুরের তৃণমূল নেতা রমাপ্রসাদ হালদার বলেন,' সিপিএম নেতা নিজেই বলছেন মুখ্যমন্ত্রীর সই জাল।সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টা পোস্ট না করে পুলিশকে জানানো উচিত ছিল। সিপিএম ও বিজেপি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা করতে নেমেছে।' যদিও সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার তার পাল্টা জবাবে জানিয়েছেন,' তৃণমূল বড় অংশ চোর। তাই তাদের কাছে পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।'অন্যদিকে দুর্গাপুরের বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই জানান,' রাজ্যে যেভাবে নিয়োগ দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সই জাল করা নিয়োগ পত্রের আসল সত্যতা প্রকাশ হোক। আমরা সিবিআই তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।'এসিপি তথাগত পান্ডে বলেন, " এখনও কোন লিখিত অভিযোগ আসেনি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

শিলচর শিবালিক পার্কে তিনদিন ব্যাপী ১৬২ তম রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের সূচনা

শিলচর (অসম), ৭ মে (হি.স.) : রবিবার সকাল এগারোটা থেকে মেহেরপুর শিবালিক পার্ক দুর্গা মান্ডব প্রাঙ্গনে বিভিন্ন মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২ তম জন্মজয়ন্তী পালনে সূচনা করা হয়। মাঙ্গলিক পঞ্চ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভারম্ভ করেন শিবালিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি ওমকারনাথ রায়, শিলচর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডাঃ ভবতোষ রায়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, কাবুগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ দেবাশীষ পাল, উক্ত কমিটির সাংস্কৃতিক উপ সমিতির আহ্বায়ক অঞ্জন স্বামী প্রমূখরা।বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ সহ রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন শেষে ৭০ জন বিভিন্ন বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিকেল ৩-১৫ মিনিটে আবৃত্তি ও ৪-৪৫ মিনিটে রবীন্দ্রনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।তিন দিন ব্যাপী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মজয়ন্তী পালনের উক্ত সাংস্কৃতিক উপ সমিতির আহ্বায়ক অঞ্জন স্বামী বক্তব্যে কার্যসূচী সম্পর্কে বলেন, ৮ মে সোমবার বিকেল ৪-৪৫ বিকেলে থাকবে রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা এছাড়াও ৭ মে সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথের' ডাকঘর 'গল্প অবলম্বনে একটি নাটক পরিবেশন করা হবে। এই তিন দিনব্যাপী সন্ধ্যাবেলার অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও আমন্ত্রিত শিল্পীদের পরিবেশনায় থাকবে অনুষ্ঠান।২৫ শে বৈশাখ তথা ৯ মে শিবালিক পার্ক মহিলা সংগঠনের বিশেষ উদ্যোগে সকাল ছয়টা ত্রিশ মিনিটে প্রতিবারের মতো প্রভাত ফেরি ও সকাল আটটায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে এবং রাত ৮-৩০ মিনিটে থাকবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সভাপতি ওঙ্কারনাথ রায় বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতকার, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক। এক কথায় বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ কর্মজীবনে। তবুও তাঁর কবি পরিচিতিই তাঁকে বিশ্ববরেণ্য করে তুলেছিল আর তাই রবীন্দ্রনাথকে ভূষিত করা হয়েছিল বিশ্বকবি বা কবিগুরু নামে। ডাঃ ভবতোষ রায় বক্তব্যে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর রত্নস্বরূপ অবদানের জন্যই বিখ্যাত নন, মানব কল্যাণে তাঁর গভীর চিন্তাভাবনার জন্যও বিখ্যাত যার প্রতিফলন তাঁর সমগ্র জীবনের কাজের মধ্যে পাওয়া যায়। ডাঃ দেবাশীষ পাল বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময়ই সত্যের দিকে চেয়েছেন, তার ভিতরের সৌন্দর্য কে খুঁজে বের করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সত্য ছাড়া সৌন্দর্যের অস্তিত্ব নেই।'রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন উক্ত কমিটির সদস্য তথা বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সুদীপ্ত দেবরায় এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন নিম্মি চক্রবর্তী।

াঙ্গন

শান্তিরবাজারে আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে তাউখোমাকে হারিয়ে বাইখোরা জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। সেমি-র দৌড়ে টিকে রইলো বাইখোরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। রবিবার বাইখোরা স্কুল ১০৬ রানে পরাজিত করলো উত্তর তাউখোমা স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্তঃ: স্কুল ক্রিকেটে। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাইখোরা স্কুলের গড়া ১৭৮ রানের জবাবে উত্তর তাউখোমা স্কুল মাত্র ৭২ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের দেব কুমার রিয়াং প্রথমে ব্যাট হাতে ৪১ রান করার পর বল হাতে ৪ উইকেট নিয়ে দলের জয়ের বড় ভূমিকা নেয়। এদিন লকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বাইখোরা স্কুল ১৭৮ রান করে। দলের পক্ষে দেব কুমার রিয়াং ২৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, নয়ন চক্রবর্তী ৪০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, জয় চক্রবর্তী ৩৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং অমৃত লাল মল্লিক ১২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। উত্তর তাউখোমা স্কুলের পক্ষে শিবা নোয়াতিয়া (৪/৬৩), আনন্দ সাধন জমাতিয়া (৩/১৮) এবং রমেন দেববর্মা (৩/৪৩) সফল বোলার।জবাবে খেলতে নেমে দেবজিৎ সিনহা (৫/২৪) এবং দেব কুমার রিয়াং (৪/১৮) দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে মাত্র ৭২ রানে গুটিয়ে যায় উত্তর তাউখোমা স্কুল। দলের পক্ষে রমেন দেববর্মা ৪৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি।

প্রাক্তন ক্রিকেটার ময়ূর, নবীনকে কসমোপলিটনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। দেখতে দেখতে কুড়ি বছর পেরিয়ে গেলেও ক্লাব কিন্তু ক্রিকেটারদের ভুলেনি। ২০০৩ সাল পর্যন্ত একটানা ১০-১২ বছর ধরে কসমোপলিটন ক্লাবের হয়ে ভিন রাজ্য থেকে খেলতে আসা দুজন ক্রিকেটারকে সংবর্ধনা জানালো রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ক্রিকেট ক্লাব কসমোপলিটন। একজন মুম্বাইয়ের ময়ুর কাদ্রেকর। অপরজন দিল্লির নবীন আসরানী। ব্যক্তিগত ভ্রমণে আগরতলায় আসলে কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি প্রভাস নন্দী, সচিব উপানন্দ দেববর্মা, টিসিএ প্রতিনিধি শ্যামল ভট্টাচার্য, ক্রীড়া সম্পাদক হৃতসুন্দর পাল প্রমূখ দীর্ঘদিন ক্লাবের হয়ে খেলে যাওয়া এবং ক্লাবকে অনেক সুনাম এনে দেওয়ার প্রেক্ষাপটে ভিনরাজ্যের দুজন ক্রিকেটারকে শহরে এক অভিজাত হোটেলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। স্বনামধন্য প্রাক্তন ক্রিকেটার ময়ূর-নবীনও কসমোলিটন ক্লাবের সংবর্ধনার ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে, অল্প কথায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার নির্বাচনী শিবির সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচনী শিবির। পশ্চিম জেলা স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার। আশ্রম চৌমুহনী সংলগ্ন শতদল সঙ্ঘের ক্রিকেট মাঠে হয় নির্বাচনী শিবির। তাতে অংশ নিয়েছিলেন পশ্চিম জেলার ৯৬ জন খেলোয়াড়। দুপুরের আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত, সহ সভাপতি অধীর দেবনাথ, সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর, ২৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সীমা দেবনাথ এবং ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুখময় সাহা। শিবির থেকে রাজ্য আসরের জন্য পশ্চিম জেলার দল গঠন করা হয়। প্রসঙ্গত; ২৮ মে হবে রাজ্য স্পোর্টস ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। প্রান্তিক ক্লাবে হবে আসর। পশ্চিম জেলা আসর থেকে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নিয়ে হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। এখবর জানান পশ্চিম জেলা স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার সচিব শ্যামল সূত্রধর।

আমবাসায় সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেটে সৌরভ দুর্দান্ত, জয়ী কুলাই স্পোর্টস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো কুলাই স্পোর্টস দল। পরাজিত করলো ভি কে নগর স্পোর্টস দলকে। আমবাসা মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। সৌরভ দেবের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে কুলাই স্পোর্টস দলের জয় সহজ করে দেয়। সৌরভ ৮৬ রান করেন। দশমীঘাট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ভি কে নগর স্পোর্টসের গড়া ১৭৮ রানের জবাবে কুলাই স্পোর্টস দল ৭ উইকেট হারিয়ে জয় পেয়ে যায়। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ভি কে নগর স্পোর্টস দল ১৭৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শুভদীপ দেব ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, দ্বীপ গোস্বামী ৩৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, টুপাই দেব ১৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, সুমন শ্যাম ৩০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং সমীর শর্মা ২৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৬ রান। কুলাই স্পোর্টস দলের পক্ষে সমরজিৎ দেববর্মা (৩/৩৬), অর্ণব দাস (২/২৭) এবং সুমিত দেববর্মা (২/৩৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে কুলাই স্পোর্টস দল ২৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের প৭ সৌরভ দেব ৫৮ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৬, শৈলেশ দেববর্মা ৪৫ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮ এবং অর্ণব দাস ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ (অপ:) রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। ভি কে নগর স্পোর্টস দলের পক্ষে সুমন শর্মা (৩/১১) এবং উত্তম দাস (২/৩৯) সফল বোলার।

সন্তোষ স্মৃতি ১ম ডিভিশন লীগ ক্রিকেটে তিন মাঠে তিন ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। আগামীকাল ফের তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে বিসিসি খেলবে মৌচাকের বিরুদ্ধে। দু-দলের পক্ষেই এটি তৃতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে বিসিসি ইউনাইটেড বিএসটির কাছে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ও পি সি-কে ৭ উইকেটে হারিয়ে আগামীকাল মুখিয়ে রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে। অপরদিকে মৌচাক পরপর দুই ম্যাচে হার স্বীকার করে তৃতীয় ম্যাচে আগামীকাল ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে ব্লাড মাউথ খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে। তৃতীয় ম্যাচে জয় অব্যাহত রেখে জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে মুখিয়ে রয়েছে চলমান সংঘ। অপরদিকে ব্লাড মাউথ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জয় অব্যাহত রাখার ইচ্ছে নিয়ে আগামীকাল মাঠে নামবে।

আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৭ মে।। আগরতলা প্রেস ক্লাব ও ইল্যুশান এর যৌথ উদ্যোগে এবং রেডক্লিফ ল্যাব-এর সহযোগিতায় আজ, রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে স্বাস্থা পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শিবিরে বিনামূল্যে ব্লাড সুগার ফাস্টিং ও পি পি, লিপিড প্রোফাইল ও থাইরয়েড প্রোফাইল পরীক্ষা করা হয়েছে। শুরুতে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য ইল্যুশন-এর প্রতিনিধি সুমিত মল্লিককে এবং যুগ্ম সচিব কমল চৌধুরী রেডক্লীফ-এর কর্ণধার প্রীতম সাহাকে উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে সংবর্ধনা জানান। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে প্রায় অর্ধশত সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকরা অংশগ্রহন করছেন। আগরতলা প্রেসক্লাবের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন ক্লাব সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে ক্লাবের অন্যান্য কার্যকরী সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। একনাগাড়ে ব্যক্তিগত রেকর্ড সংখ্যক রক্ত সংগ্রহের নজির গড়ে দারুন সহযোগিতা করেন ল্যাব টেকনিশিয়ান রিমি সেন। সহযোগিতায় ছিলেন নার্সিং স্টাফ রোজিনা আক্তারও। স্পন্সরের ভূমিকায় ছিল ক্রিয়েশনসহেয়ার স্টুডিও। ইল্যুশন-এর কর্ণধার রূপম রায় ভবিষ্যতে এ ধরনের স্বাস্থ্যশিবির জারি থাকবে বলে দূরাভাষে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এ ধরনের ব্যাপক সাড়া সমন্বিত স্বাস্থ্য শিবির সকলের সহযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

PNIT NO: e-PT- VIIEE/RD/ABS/2023-24 DATED-03/05/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 16/05/2023 for 02(Two) nos. Construction work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website https:/Aripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-399/23

[Er.B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-05/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, Dt.03.05.2023

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders up to 3.00 P.M on 17/05/2023 for 02 (two) nos Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-409/23

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

SHORT QUOTATION NOTICE

Sub: Service/Repair/Maintenance of Vehicles (TATA Compactor/ TATA Tipper/ Auto Tipper Pigo/ TATA Winger/ TATA DI/ TATA Mini Truck/ TATA ACE/ Swaraj Mazda Cesspool (3000 ltr.)/ TATA Iresh Cesspool (1000 Ltr.)/Bobcat of Khowai Municipal Council- reg.
Date of Publishing of Quotation: 03.05.2023.
Last Date and time of Submission of bids: 18.05.2023.
Date and time of Opening of bids: 18.05.2023
Sealed short quotations are invited on behalf of Khowai Municipal Council from the workshops for Service/Repair/Maintenance of vehicles of Khowai Municipwal Council which includes labour charges and cost of materials/spare parts of the vehicles (Service/Repair/Main tenance of Vehicles of TATA Compactor/ TATA Tipper/ Auto Tipper Pigo/ TATA Winger/ TATA DI/ TATA Mini Truck/ TATA ACE/ Swaraj Mazda Cesspool (3000 ltr.)/ TATA Iresh Cesspool (1000 Ltr.)/ Bobcat) of Khowai Municipal Council- reg. of Khowai Municipal Council. Terms and conditions of the quotation is attached at Annexure-I. A list of major repair items is attached herewith at Annexure-II.
The quotation in the format given in Annexure-II may be sent along with earnest money deposit (refundable) of Rs.25,000.00 (Rupees Twenty five thousand only) by way of in cash vide TR-5/ Demand Draft drawn in favour of the Chief Executive Officer, Khowai Municipal Council. The quotation may be submitted in a sealed envelope marked "Quotation for maintenance of KMC vehicles" and addressed to the Chief Executive Officer, Knowai Municipal Council, Khowai, Tripura. The same should be dropped in the tender box kept at the chamber of the Chief Executive Officer, Khowai Municipal Council on the first floor by 1.30 P.M. on or before 18.05.2023. Quotation received after the due date and time will not be accepted. If possible, the Quotations will be opened at 3.30 p.m. on the same day. The representative of the bidders may remain present at the time of opening of Quotation.
The earnest money of the unsuccessful bidders will be returned after the finalization of the contract.
The earnest money of the successful bidder will be returned after the expiry of the contract period.
The contract will be awarded for a period of one year and can be extended further for limited period, if the services of the vendor are found satisfactory and on mutual understanding. If the services rendered by the workshop are not found satisfactory at any point of time during the period of contract, the contract is liable to be cancelled without any notice.
The following documents shall have to be submitted with the Quotation -
1) Trade License, 2) Pan Card, 3) Aadhar Card, 4) Family Ration Card & 5S) GST Registration.
Disputes, if any, arising in the matter shall be settled by an arbitrator to be nominated by the authority of Khowai M.C. The contract shall come under Laws of India and jurisdiction of the Courts of Tripura. fieg.idring office hours from 03-05-2023 to 18-05-2023 upto 15.00Hrs

ICA/C-397/23

Chief Executive Officers
Khowai Municipal Council.
Khowai,Tripura

NOTICE INVITING E-TENDER

No. F. 2(20)(i)-DDH/KHW/TENDER-JACKFRUIT-gf/2023-2024/ 297 Dated: 06/05/2023

The undersigned, as Deputy Director of Horticulture , Khowai District under the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of Tripura invites an e-Tender in Single Bid System (Technical & Financial) for determining the single rate of **Jack Fruits seedling (Grafted**) in the district for supply of **Jack Fruits Seedlings(Grafted)** from the individual nursery men having a valid licence issued by the state Govt. under under Tripura Nursery Regulation Act, 2013.. Bid may be submitted by eligible Bidders **till 20.05.2023,** 5:00 PM for supply of Jack Fruits Seedling.

Sl.	Name of Work	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender Fee	Completion Period	Document Download & Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Supply of **3200** (Nos.) of Jack Fruits seedling(Grafted) as per following breakup i) SA, Teliamura **800 Nos.** ii)SA, Kalyanpur **480 Nos.** iii) SA, Padmabil **640 Nos.** iv) Tulashikhar **960 Nos.** **v). SH-Khowai-320 Nos.**	Rs. **128000/=** (Rupees One Lakhs. Twenty Eight Thousand) only.	EMD : Rs. **2560/=** (Rupees Three Thousand Five Hundred Sixty) ITender fees- Rs **1000/=**	**15 days**	20.05.2023 at 5:00 PM	**22.05.2023** at 3:00 PM	https://tripuratenders.gov.in.

All the information of the above stated tender is available in https://tripuratenders.gov.in. Eligible bidders shall participate in bidding, only in online mode, through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time of Bid Submission. **Submission of bids physically is not permitted.**

Earnest Money Deposit (EMD) and Tender Fee (TF) is to be made as online mode only through **Net Banking**.

Bid(s) shall be opened online by respective designated Bid openers of the Department and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in.

(Sabendra D[illegible]rma)
Dy. Director of Horticulture
Khowai District

ICA/C-392/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সিপিআইএম কিছু বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শেষ অবলম্বন হিসাবে পরিণত হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা রবিবার বিরোধী সিপিআইএমকে কটাক্ষ করে দাবি করেছেন যে বিরোধী সিপিআইএমের যুব কর্মীরা খারাপ সংকটে ভুগছে। তাছাড়া সিপিএম কিছু বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শেষ অবলম্বন হিসাবে পরিণত হয়েছে। রবিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিজেপি যুব মোর্চার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা এই মন্তব্য করেছেন। বিজেপির রবীন্দ্র সাতবর্ষিকী ভবনে দলের যুব শাখার দ্বারা আয়োজিত একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করে ডাঃ সাহা বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন সিপিআইএমের সমাবেশের অর্থ ছিল: বিপুল সংখ্যক যুব কর্মী লাল টুপি পরে রাজধানীর রাস্তায় হাঁটতেন। .এটি ছিল সিপিআইএম পার্টির সবচেয়ে বড় সম্পদ যা তাদের দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য শাসন করতে সাহায্য করেছিল। এখন পরিস্থিতি কি? সিপিআইএম কিছু বয়স্ক ব্যক্তিদের শেষ অবলম্বন হিসাবে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি দৃঢ়তার সাথে এটি বলতে পারি ত্রিপুরায় যুবশক্তির মধ্যে বিজেপির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। রাজ্যে আমাদের সাম্প্রতিক নির্বাচনী সাফল্যে যুব মোর্চা যে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে তা স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।

'দলের অন্যান্য ফ্রন্টাল উইংয়ের প্রতি যথাযথ সম্মানের সাথে, আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নির্বাচনের সময় যুব ও মহিলারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এবং এভাবেই আমাদের দল নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। আমাদের দল তিন শতাংশ বেশি মহিলা ভোট নিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

বিভিন্ন সুবিধার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি চাকরি এবং সরকারী মনোভাব সম্পর্কিত বেশ কয়েকজন যুব মোর্চা কর্মীদের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াসে, ডাঃ সাহা বলেছিলেন, "একজন সত্যিকারের নেতার কখনই লক্ষ্যের সাথে আপস করা উচিত নয়। আপনি যখন সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে নিজেকে সমর্পণ করেন তখন এটি একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয় এবং তাই কংগ্রেস এবং বাম শাসনামলে পুরো ব্যবস্থাই কলুষিত হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা সরকারি চাকরি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রসারের মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একজন নেতা হতে হলে নিজেকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে আপনি অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়াতে না পারেন। আমরা আমাদের যুব কর্মীদের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিবেদন শুনি যা গ্রহণযোগ্য নয়। আপনারা দলের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাই কঠোর পরিশ্রম করুন এবং আপনার উপস্থিতি অনুভব করুন।

ডাঃ সাহার মতে, বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল যেখানে স্বাভাবিকভাবেই সঠিক সময়ে নেতৃত্বের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়। যখন আমি বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছিলাম, তখন আমি বিজেওয়াইএম-এর রাজ্য কমিটি গঠনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমাকে ৩৫ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠনের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দলীয় হাইকমান্ডের সঙ্গে আলোচনার পর বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৩৭ বছর নির্ধারণ করা হয় এবং এভাবেই আমরা কয়েকজন নেতাকে স্থান দিয়েছি। কাজ করার এই মসৃণ উপায়টি শুধুমাত্র বিজেপিতে বিদ্যমান এবং আমাদের দলের কর্মীরা অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের যে স্তরের অধিকারী তা অন্য কোনও দল কখনও মেলাতে পারে না।

স্কুলকে দান করা জমির মালিকানা নিয়ে রঞ্জিত নগরে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। স্কুলকে দান করে দেওয়া জায়গার বেরিয়ে এল মালিকানা। বন্ধ হয়ে পরেছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ঘটনা শহরতলী রঞ্জিত নগর স্থিত রামপুর স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। আজ থেকে বেশ অনেক বছর আগে রামপুর স্কুলকে একটি পুকুর দান করে দিয়ে গিয়েছিলেন এলাকার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। কিন্তু ২০১৭ সালে তৎকালীন এলাকার বিধায়ক রতন দাসের নেতৃত্বে সেই পুকুরকে ভরাট করা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে এলাকার কিছু জায়গা মাফিয়াদের দ্বারা জবর দখলে ছিল এই জায়গাটি। কিন্তু এই কিছুদিন আগে এলাকার রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। তখনই বেরিয়ে আসে সেই জায়গার মালিকানা অবজেকশন দেয়া হয় রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ করার জন্য। এই ঘটনায় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন এলাকাবাসীরা। সংবাদমাধ্যমকে এটাই তুলে ধরেন এলাকাবাসী। তারা বলেন যদি স্কুলকে দান করে দেওয়া হয় জায়গাটি , তাহলে মালিকানা কোথা থেকে বেরিয়ে আসলো। এখন সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি আগরতলা পুর নিগমের এই জায়গা যাচাই না করেই রাস্তার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেয়। সেই অনুসারে আশি শতাংশ কাজ হয়ে যায় রাস্তার। আর সেই সময় মালিক এসে অবজেকশন দেয়নি। সেই রাস্তা নিয়ে তাই এখন এলাকাবাসী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন যাতে তিনি নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সমস্যার সমাধান করে দেন।

১৫ তম বিশ্ব হাসি দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। রবিবার অল ত্রিপুরা হেলথ এন্ড লাফিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগ ১৫ তম বিশ্ব হাসি দিবস উদযাপন করা হলো আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ব্যস্ততম কর্মজীবন এবং আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যেন ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। মুখ খুলে হাসি দেওয়ার সময়টুকু নেই। এর ফলে চরম সর্বনাশ হচ্ছে মানব জীবনের। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে একে অপরের অপরের সঙ্গে খোলা মনে কথা বলা এবং হাসি মনে চলাফেরা করার রীতিনীতি মানুষকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। মানুষের মধ্যে সেই মানসিকতা তৈরি করার লক্ষ্যেই বিশ্ব হাসি দিবসের উদ্যোগ। বিশ্ব হাসি দিবস উপলক্ষে রবিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অল ত্রিপুরা হেলথ এন্ড লাফিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উপস্থিত সকলের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

খোয়াইয়ে গয়না ভর্তি ব্যাগ ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। প্রকাশ্য দিবালোকে এক জুয়েলারি দোকানের মালিকের সোনা গয়না সহ বেগ নিয়ে পালালো চোর। ঘটনা খোয়াইয়ের টি কে ডি কে রোডস্থিত সোনারতরী হোটেল সংলগ্ন সন্ধ্যা জুয়েলারীতে ।দোকানের মালিক ঘটনার বিবরন দিতে গিয়ে জানান, দোকান খুলে জল আনতে যায় চানু বনিক। মুহূর্তেই এসে দেখে তার স্বর্নের বেগটি উধাও হয়ে গেছে। তৎক্ষনাৎ, এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর উনার চিৎকারে পার্শবর্তি দোকানদার থেকে শুরু করে এলাকাবাসী ছুটে আসে। পরবর্তীতে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। লক্ষ্যনীয় বিষয় প্রকাশ্য দিবালোকে এক জুয়েলারি দোকানের মালিকের সোনা গয়না সহ বেগ চোর নিয়ে পালালেও কারোও নজরেই তা ধরা পড়েনি। এই ঘটনায় এলাকায় গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন রাজ্য পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র যুব ভবনে রবিবার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ভানুলাল সাহা, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে সহ অন্যান্যরা। সংগঠনের নেতা ভানুলাল সাহা জানান গত ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়াতে ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের রিপোর্টিং রবিবার কর্মীদের কাছে তুলে ধরা হয়। এবং এই রিপোর্টিং এর মধ্যে রয়েছে গরিব মানুষদের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করার জন্য আগামী দিনে কিভাবে সংগ্রাম গড়ে তোলা হবে, সেই বিষয়ে।

পেট্রাপোল বন্দরে একগুচ্ছ কর্মসূচী নিয়ে আসছেন অমিত শাহ

বনগাঁ, ৭ মে (হি. স.) : একগুচ্ছ কর্মসূচী নিয়ে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুধু কলকাতার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নয়, তিনি যাবেন পেট্রাপোল বন্দরেও। মঙ্গলবার সেখানে একাধিক শিলান্যাস কর্মসূচি ও এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ।

ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন,মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় কপ্টারে কালিয়ানী বিএসএফ ক্যাম্পে এসে নামবেন শাহ । তারপরে সড়কপথে আসবেন পেট্রাপোল বন্দরে। বন্দর ঘুরে দেখার পাশাপাশি পেট্রাপোল থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । এতদিন পেট্রাপোল থানা ছিল ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি কর্তৃপক্ষের একটি ভবনে। থানার জন্য এবার পেট্রাপোল বন্দরের যশোর রোডের পাশে নতুন করে ভবন তৈরি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভবনটি তৈরি করে দিয়েছে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া।

এছাড়াও পেট্রাপোল বন্দরের দ্বিতীয় কার্গো গেট তৈরির জন্য শিলান্যাস করবেন। পেট্রাপোল বন্দরে পণ্য আমদানি রপ্তানির জন্য একটি মাত্র গেট রয়েছে । ওই গেটের পাশে আরও একটি নতুন গেট তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই মূল ফটক তৈরির শিলান্যাস করবেন শাহ। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, একটি মাত্র গেট থাকায় মাঝেমধ্যেই আমদানি-রপ্তানির পণ্য নিয়ে দীর্ঘসময় ট্রাকগুলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ।নতুন গেট তৈরি হলে আমদানি-রপ্তানিতে গতি আসবে। রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে।

ছয় মাসের শিশুকে নিয়ে মণিপুর থেকে বিশালগড়ের বাড়িতে ফিরলেন ডাঃ সালমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ মে।। বিশালগড় দুর্গানগরের সালমা সুলতানা মনিপুরে এমবিবিএস পাশ করে বর্তমানে পিজি কোর্স করছেন। সালমার ছয় মাসের কন্যা সন্তান রয়েছে। শিশুর নাম তানহা সুলতানা ।মনিপুরে সাম্প্রতিক অশান্তি শুরু হতেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে সালমা। শিশু সন্তানকে নিয়ে একা থাকেন মনিপুরে। কয়েকদিন গভীর উৎকণ্ঠায় আতঙ্কে দিন গুজরান করেছে। বিশালগড়ে নিজ বাড়ির সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। সালমা তার শিশুকে নিয়ে নিরাপদে বাড়িতে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বারবার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ঘটনার পরদিন সেনাবাহিনী মোতায়েন করায় খানিকটা স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু এরপরেও ভয় কাটেনি। ডাঃ সালমার স্বামী সাংবাদিক তাজুল ইসলাম রাজ্য সরকারের হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করে স্ত্রী সন্তানকে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানান। সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শনিবার গভীর রাতে বিশেষ বিমানে ১৭২ জন ছাত্র ছাত্রী ফিরে আসে রাজ্যে। এমবিবি বিমান বন্দরে বিমান অবতরণ করতেই উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের চোখে মুখে স্বস্তি ফিরে আসে। সেই বিমানেই ছয় শিশু তানহা কে কোলে নিয়ে নিরাপদে বাড়িতে ফিরে ডঃ সালমা সুলতানা। আতঙ্কের ছাপ কেটে গিয়েছে। শিশুকে নিয়ে বাড়িতে ফিরতে পেরে খুশি ডাঃ সালমা। তিনি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। সালমার স্বামী সাংবাদিক তাজুল ইসলাম ধন্যবাদ জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ যারা এ কাজে সহযোগিতা করেছে তাদের সবাইকে। রাতেই শিশুকে নিয়ে বিশালগড় দুর্গানগরের বাড়িতে পৌঁছে যায় ডাঃ সালমা সুলতানা।

বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে খুনের ঘটনায় ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত

তমলুক, ৭ মে (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপি নেতা বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে খুনের ঘটনায় ধৃত তিনজনের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ। রবিবার তিনজনকে তমলুক জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তিন অভিযুক্তদের ১৪ দিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। গত সোমবার রাতে বিজেপি-র বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে অপহরণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন থেকেই উত্তপ্ত ময়না। বিজেপির দাবি, সোমবার রাতে বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে তাঁর স্ত্রীর সামনে মারধর করে দুষ্কৃতীরা। তারপর তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। গভীর রাতে বাড়ির এলাকা থেকে কিছুটা দূরে তাঁর দেহ উদ্ধার করে দলের কর্মীরা। মনে করা হচ্ছে মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে ওই বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় থমে গ্রেফতার হয় মিলন ভৌমিক নামে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল সদস্য। শনিবার নন্দন মণ্ডল ও সুজয় মণ্ডল নামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ময়না থানার পুলিশ। এরপর ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুলিশ সুব্রত মন্ডলকে গ্রেফতার করে। রবিবার তিনজনকে তমলুক জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তিন অভিযুক্তকে ১৪ দিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। সব মিলিয়ে এই খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

হোমিওপ্যাথিতে পিএইচডি

আগরতলা,৭ মে।। রাজ্যের মেয়ে ডাক্তার অন্বেষা দত্ত হোমিওপ্যাথিতে প্রথম পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল Efficacy of Homeopathic Medicine and comparative study of constitutional remedy and specific remedy in the treatment of Diabetes Mellitus Type-2 অন্বেষার গবেষনার পত্রটি দেশ বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞগন উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ডাঃ অন্বেষা দত্ত রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর তাঁতিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ডঃ প্রবীণ কুমার শর্মার অধীন তাঁর গবেষনা সম্পন্ন করেন।ডঃ অনেষা দত্ত রাজ্যের প্রথম হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যিনি প্রথম পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ডাক্তার অন্বেষা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সোদপুরে মেট্রোপলিটান হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হসপিটালে Anatomy লেকচারার পদে কর্মরত। ডঃ অন্বেষা আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক সংস্থা এল এম এইচ আই এর ত্রিপুরার একমাত্র আজীবন সদস্য। ইতিমধ্যে ডঃ অন্বেষা হোমিওপ্যাথিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লন্ডন, কাজাকস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তুর্কীতে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তার গবেষণা পত্র উপস্থাপিত করে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। বর্তমানেও ডঃ অন্বেষার বিভিন্ন বিষয়ে তার মৌলিক গবেষণা অব্যাহত।

তেলিয়ামুড়ায় রেলে উদ্ধার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ মে।। একদম হিন্দি সিনেমার কায়দায় যাত্রীবাহী রেল থেকে সি.আর.পি.এফ গোয়েন্দা শাখার কর্মীদের খবরের উপর ভিত্তি করে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা বাজেয়াপ্ত করল শুকনো গাঁজা। ঘটনা রবিবার বিকেলে তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনে রাণী কমলাপতী এক্সপ্রেসে।

সংবাদে জানা গেছে,সি.আর.পি.এফ গোয়েন্দা শাখার কর্মীদের খবরের উপর ভিত্তি করে অভিযান চালিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরার নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া পুলিশ জি.আর.পি পুলিশ"কে সঙ্গে নিয়ে রাণী কমলা বতী এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে একটি বস্তার ভেতরে মজুদকৃত চার প্যাকেটে মোট ১২ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয় পুলিশ। যদিও এই দিনের এই অভিযানে কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শ্রী ত্রিপুরা জানিয়েছেন,

তেলিয়ামুড়ায় হাতে নাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ মে।। রাজধানী থেকে টাকা চুরি করে পালিয়ে যাবার পথে নগদ অর্থ সহ হাতেনাতে তেলিয়ামুড়ায় আটক এক চোর। ঘটনা রবিবার দুপুর নাগাদ তেলিয়ামুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত অম্পি চৌমুহনী এলাকায়। খবরে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়ার প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ী নিত্য রঞ্জন বর্মনের গাড়ির চালক নরেশ সরকার (অলক) এবং গাড়ির সহ-চালক প্রদীপ মলসম চন্দ্রপুর মোটর স্ট্যান্ড স্থিত এলাকায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ির চালক নরেশ সরকার উনার ব্যক্তিগত কোনো এক কাজে যায়। তখন গাড়িতে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ছিল বলে অভিযোগ। সেই সময় গাড়িতে ছিল গাড়ির সহ-চালক প্রদীপ মলসম। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গাড়ির সহ-চালক টাকা নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারে সে তেলিয়ামুড়া হয়ে আমবাসা যাবে। সেই সময় অম্পি চৌমুহনী এলাকা থেকে নগদ অর্থ সহ ওই যুবককে

বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া বলদাখালে মূল্যবান গাছ নিধন

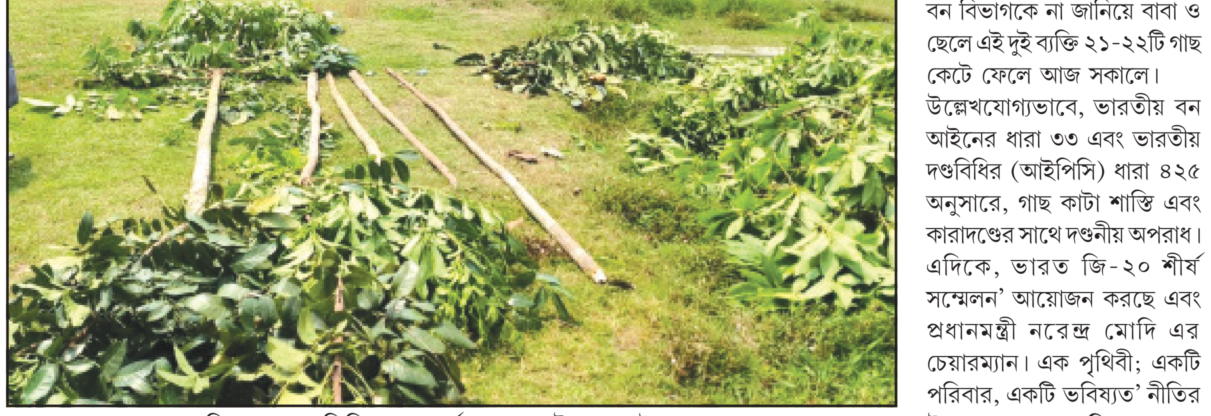

আগরতলা, ৭ মে।। বন বিভাগের পূর্বানুমতি ছাড়া এবং কর্মকর্তাদের গভীর ঘুমে রেখে, চন্দ্রপুরের বলদখাল এলাকায় আগরতলা পাবলিক স্কুলের কাছে রাস্তার ধারে মেহগনি, চম্পক, বট ইত্যাদির ১৫-২০ ফুট লম্বা গাছ স্থানীয় প্রহ্লাদ মুখোপাধ্যায় এবং তার ছেলে রাহুল মুখোপাধ্যায় আজ দিবালোকে কুপিয়ে কেটে ফেলেছেন।

আগরতলা পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অধ্যক্ষরা প্রায় ৭ থেকে ৮ বছর আগে বন বিভাগের মালিকানাধীন একটি নার্সারি থেকে কেনা এই চারা রোপণ করেছিলেন। প্রতি বছর উদযাপিত 'বনমহোৎসব' এর এই শুভ অনুষ্ঠানের সময় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য (ভিসি) এবং বর্তমান রাজ্য উচ্চ শিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক অরুণাদয় সাহা, ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (টিএসপিসিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক বসন্ত কুমার আগরওয়াল, পঞ্চায়েত প্রধান, স্থানীয় প্রমুখ এসব চারা ও বৃক্ষ রোপণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট সমাজসেবীরা অংশগ্রহণ করেন।

চন্দ্রপুর, বলদখাল এবং পুরাতন আগরতলার স্থানীয় জনগণ যেকোন মূল্যে 'মাদার প্রকৃতি' রক্ষা করার জন্য খুব কোমল বয়স থেকেই একটি মানসিকতা বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। তাদের দাবি, রাজ্য, দেশ ও বিশ্বজুড়ে কয়েক দশকের পুরনো গাছপালা কাটার ফলে সভ্য সমাজ যেভাবে দিন পার করছে, পরিবেশের অবনতি হচ্ছে তা এই শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে। অতঃপর, প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তাদের সমগ্র জীবনে গাছ লাগাতে হবে।

একটি দেশি আমেরিকান প্রবাদ আছে - 'যখন শেষ গাছটি কেটে ফেলা হবে, শেষ মাছটি খাওয়া হবে, শেষ স্রোতে বিষাক্ত হবে, তখন বুঝবেন অর্থ খাওয়া যায় না।' স্থানীয় বাসিন্দা প্রহ্লাদ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে রাহুল মুখার্জির একটি প্লট রয়েছে এবং এই জমির সামনে, উঁচু উঁচু গাছগুলি এত বছরের পুরনো গাছগুলি ছায়া প্রদান করে, অনেক যাত্রী এখানে দাড়িয়ে বিশ্রাম করেন এবং বিশুদ্ধ শাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকেন। কিন্তু বন বিভাগকে না জানিয়ে বাবা ও ছেলে এই দুই ব্যক্তি ২১-২২টি গাছ কেটে ফেলে আজ সকালে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতীয় বন আইনের ধারা ৩৩ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ধারা ৪২৫ অনুসারে, গাছ কাটা শাস্তি এবং কারাদণ্ডের সাথে দণ্ডনীয় অপরাধ। এদিকে, ভারত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন' আয়োজন করছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর চেয়ারম্যান। এক পৃথিবী; একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যত' নীতির উপর বেশ কয়েকটি সভা এবং সংলাপ হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে এবং এতে ত্রিপুরাও বাদ যায় নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা বিশেষ জোর দিয়েছে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের উপর। এছাড়াও গাছ লাগানোর জন্য নেতা মন্ত্রীরা প্রায়ই লম্বাচৌরা ভাষণ দিয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি রক্ষা, সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার উপর উল্লেখযোগ্যভাবে ফোকাস করছে। এই পরিস্থিতিতে, প্রহ্লাদ এবং তার ছেলে রাহুলের মতো লোকেরা গাছ কাটছে যা তাদের কোনও ক্ষতি করে না।

নব অঙ্গিকার সামাজিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মে।। বড়দোয়ালী মধ্যপাড়ার নব অঙ্গীকার সামাজিক সংস্থা ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার চিকিৎসা শিবির এবং পুর নিগমের কর্মরত সাফাই কর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। রাজধানী আগরতলা শহরের বড়দোয়ালী মধ্যপাড়ার নব অঙ্গীকার সামাজিক সংস্থা বরাবরই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকে। এবছর তাদের সংস্থার ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে সংস্থা প্রাঙ্গনে চিকিৎসা শিবির এবং আগরতলা পুর নিগমে কর্মরত সাফাই কর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার সহ স্থানীয় কাউন্সিলর ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন এই সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার উদ্যোক্তাদের এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মের ভূয়ষি প্রশংসা করেন। মেয়র বলেন ,এই সামাজিক সংস্থাটি প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। আগরতলা পুর নিগম শহর এলাকা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেই উদ্যোগেও তারা শামিল হবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন মেয়র। সংস্থার সম্পাদক জানান প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে শহর দক্ষিণাঞ্চলের ক্লাব নব অঙ্গীকার। সেসব কর্মসূচি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন ক্লাবের সম্পাদক দেবদাস বক্সী। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে রয়েছে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আজ এই বস্ত্র দান ও স্বাস্থ্য শিবির ছাড়াও আগামীদিনে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হবে বলে সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।